

বৃদ্ধের মৃত্যুতে ধৃত কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাড়ির সামনে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ করেছিলেন উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিঃ তুলসি অধিকারী (৮১)। অভিযোগ, সেই প্রতিবাদের কারণেই বৈধত্ব মারধর করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ, বাড়ির সামনেই তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দেন পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। যদিও কাউন্সিলার তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিজের বাড়ির পাশেই একটি আবাসন নির্মাণকে নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন তুলসি অধিকারী। বেশ কয়েকদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে তিনি অপত্তি তোলেন। অবৈধ ভাবে ওই নির্মাণ কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে- এই অভিযোগ তুলে তিনি পুরসভার অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এ দিন সকালে পুরসভা ও ব্যারাকপুর থানা থেকে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তুলসি অধিকারীর পুত্র হেমন্ত অধিকারী বলেন, “আমি কেন পুরসভায় অভিযোগ দায়ের করেছি, সেই ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে নানা কটুকাথা বলতে শুরু করেন।” পুরসভার কাউন্সিলারর সঙ্গে ফেরেরে বচসার মাঝেই চলে আসেন তুলসি। কেন এরকম হুঁশিয়ার দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁকে মারধর করা হয়। হেমন্ত অধিকারীর কথায়, “আমি বাবাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে রবীনদা (কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) আমার বাবাকে লাথি মারতে যান। সেই সময়ে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান।” সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের তরফে ব্যারাকপুর থানায় তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্সপেক্টর বাঁা জানান, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তুলসি অধিকারীর বচসা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সমস্ত বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছে। সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। নিজের বিরুদ্ধে ওটা অস্বীকার করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, “আমাকেই তুলসি অধিকারী এসে কলার ধরে মারধর করতে যায়। উনি অসুস্থ ছিলেন, সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটে। আমি ওঁকে কোনও মারধর করিনি বা লাথি মারিনি।”

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই বড় সিদ্ধান্ত ৮০০০ অফিসার দিতে প্রস্তুত নবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত মামলার শুনানির আগে বড় খবর। এসআইআরের কাজের জন্য মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে পারবে বলে জানিয়ে রাখল নবাব। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার একটি চিঠির মাধ্যমে এই তথ্য কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেই শুনানিতে আগের মতোই মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সওয়াল করতে পারেন বলে জল্পনা। তার আগেই কমিশনকে গ্রুপ-বি আধিকারিকের সম্ভাব্য সংখ্যার কথা জানিয়ে রাখা হল। উল্লেখ্য, গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তখন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী অভিযোগ করেছিলেন, এসআইআরের কাজের জন্য রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত গ্রুপ-বি আধিকারিক দেয়নি। সেই কারণেই ভিত্তি থেকে আধিকারিক আনতে হয়েছে কমিশনকে। ওই শুনানির পর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ, যেখানে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও



মেনেই শনিবার আগেভাগে চিঠি পাঠিয়েছে নবাব। আগের শুনানিতে মমতা অভিযোগ করেছিলেন, নামের বানান বা পদবি পরিবর্তনের মতো সামান্য কারণে বহু ভোটারকে এসআইআরের শুনানিতে হাজির হতে বলা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ অথবা

হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে তাঁর দাবি। আদালতও জানায়, বানানের ছোটখাটো ভুলের জন্য যেন কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে

সরকার এসআইআরের কাজে মাত্র ৮০ জন গ্রেড-২ আধিকারিক দিয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বরং অঙ্গনওয়ার কর্মীর মতো নিম্নস্তরের কর্মীদেরই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি মুখামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার এসআইআরের কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। এই মামলায় আগের দিনই নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নোটিস পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবারের মধ্যে দু’পক্ষের কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শুনানির নোটিস জারি করার ক্ষেত্রে কমিশনের আধিকারিকদের আরও সংবেদনশীল হওয়ার কথাও আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কাজ অনেকটাই শেষের দিকে থাকলেও এখনও সব জায়গায় শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করার লক্ষ্য থাকলেও কমিশন সময় চেয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও তা যে হবে না, কমিশনের তরফে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে।

কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে ভাষাগত সমস্যার সমাধানে বাংলা ভাষায় দক্ষ আধিকারিক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নবাবকে এমন আধিকারিকদের তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। এর পর কমিশন আদালতে জানায়, এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ

‘২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দিন’ ফের পথে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ‘২৫ শতাংশ ডিএ এখনই দিতে হবে...। এবার সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়কেই অঙ্গ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। সরকারের উপর চাপ বাড়তে পথে আন্দোলনকারীরা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত ছিলল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। এবার সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মিছিলে যোগ দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌম্য সিন্ধু খাঁ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সুপ্রিম নির্দেশ থাকলেও রাজ্য সরকার গড়িমসি দেখাচ্ছে ডিএ নিয়ে যে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা তারা মানছেন না। সরকার কেন ডিএ এখনও দিচ্ছে না? কয়েকদিন আগেও তারা গিয়েছিলেন নাবারো। তৈরি আন্দোলনেই থাকতে চাইছেন তাঁরা। মঞ্চের আরও অভিযোগ, সরকার এখনও অবধি সুপ্রিম নির্দেশ মেনে ডিএ-র কোনও ঘোষণা করেনি। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে যাতে কোনওভাবেই সরকার রিভিউ পিটিশন দায়ের করতে না পারে সেই কারণে পথে মনোমুগ্ধ সরকারি কর্মীরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, “সরকার এবার এবার কোর্টে নির্দেশ মানুক। এই ডিএ শুধু তো কর্মচারীদের কাছে যাবে না। টাকাটা বাজারে খুঁজে আসবে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এই পুরো চক্রটা ব্রেক হয়েছে।” সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরও কেন ডিএ-র দাবিতে মিছিল করতে হচ্ছে? সাংবাদিকদের সামনে এই প্রশ্নের উত্তরে ভাস্কর ঘোষ বলেন, “গত ১৪ বছরে উনি এমন গণতন্ত্র

বানিয়েছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকর করার জন্য পথে নামতে হয়। তবে যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানলে এই সরকারকে ইচ্ছিতে ইচ্ছিতে বুঝে নেওয়ার কাজ সরকারি কর্মচারীরা আগামী কয়েকমাসে বুঝে নেবে”, কার্যত কড়া রসের একই হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এসপ্তাহেই আন্দোলনকারীরা নাবারে গিয়েছিলেন তাঁদের দাবি জানাতে। কিন্তু সিদ্ধান্ত না মিলায় তারা ফের পথে নামার কথা বলেন। ভাস্কর ঘোষ জানান, “সরকার যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ডিএ দেয়, তাহলে শুধু কর্মীদেরই নয়, টাকাটা বাজারে খুঁজে পুরো অর্থনৈতিক চক্রও লাভবান হবে। এখন সেই চক্রটাই থমকে গেছে।” তিনি আরও বলেন, “কোর্টে শুনানির সময় বিচারপতিরাজ্যকে কড়া ভাষায় বলেছেন, দেখা যাচ্ছে, কর্মচারীদের অধিকার রক্ষায় টাকা নেই কিন্তু দানখরারতের ক্ষেত্রে আরব টাকা পাওয়া যাচ্ছে।” সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, সরকার যাতে এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনও রিভিউ পিটিশন না করতে পারে, তাই তাঁরা গণআন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করছেন। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট রায় জানিয়েছে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যে বকেয়া ডিএ রয়েছে তা তিন মাসের মধ্যে মেটাতে হবে। সেটার ডিসবার্শমেন্ট আদালত গঠিত কমিটি শুধু স্থির করবে না তা বাক্সবাক্সের উপরও নজর রাখবে। শুধু তা নয়, ৬ মার্চের মধ্যে ২৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে এবং আগামী মে মাসের মধ্যে বাক্যো ডিএ-র সবটা মিটিয়ে দিতে হবে।

‘২৫০ আসন পাবে তৃণমূল’ দাবি কল্যাণের, পাল্টা খোঁচা সজলের



নিজস্ব প্রতিনিধি, শ্রীরামপুর ও কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ‘২৫০ আসনে তৃণমূলকে জেততে হবে’ মাসখানেক আগে বীরভূমের রামপুরহাটের সভা থেকে এমনই ডাক দিয়ে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুরেই এবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, ‘২৪০ থেকে ২৫০টি আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরের নির্বাচনে জিতে আসছে।’ তাঁর এই দাবিকে কটাক্ষ করে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, “‘২৪০ থেকে ২৫০’ কখন বলেছিলেন? শনিবার রাতে নাকি রবিবার সকালে? এসব লোকের কথার কোনও মূল্য নেই। এদের কোনও রাজনৈতিক মূল্যও নেই, কোনও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও নেই। এতই যদি জানেন যে ২৫০ আসনে জিতবে, তাহলে একবার কলকাতা হাইকোর্ট, আর একবার সুপ্রিম কোর্ট ছুটে যেড়াচ্ছেন কেন। পাপলের মতো? নিজেই দৌড়াচ্ছেন, সঙ্গে পিসিকে নিয়েও দৌড় করাচ্ছেন। আরে ওরা ২৫০ আসন তো ছেড়ে দিন, ১০০-র নীচে আসন পাবে। উনি হয়তো অনেক বড় সাংসদ, অনেক বড় আইনজীবী, কিন্তু রাজনীতিটা আমি ওঁর থেকে কম বুঝি না। ১০০-র নীচে তৃণমূল সিট পাবে। আজ এই কথাটা নোট করে রাখুন। যদি না পান এটা আপনি চালাবেন।” উল্লেখ্য গত জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রামপুরহাটে সভা করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেই সভায় তিনি বলেছিলেন, “গত নির্বাচনে ১১টি আসনের মধ্যে বীরাভূমের মানুষ দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখামন্ত্রী হওয়ার সময়...যে অবদান রেখেছেন এই জেলার মানুষ...২০১১, ২০১৬, ২০২১...কার্যত অস্বীকার্য। ২০২৬-এ চতুর্থবার না-মাটি-মানুষের সরকার হবে। কিন্তু, এবার ১০ নয়, ১১-০ তৃণমূলের পক্ষে বীরভূমের মানুষকে করতে হবে। বীরভূমে কত বুথ আছে? ৬,০০০। আজ কথা দিতে হবে, এই ৬,০০০ বুথ থেকেই বাংলা-বিরোধীদের ভো-কাটা করতে হবে। একটা বুথে যেন এরা মাথা তুলতে না পারে। দেখলাম কেপ্টা বলেছেন, মা-কে বলে এসেছি ২৬০টা আসন দিতে হবে। আমি তো আজকে ২০টা আরও বাড়িয়ে বলব। ২৫০ আসনে তৃণমূলকে জেততে হবে। নাহলে যে দল ৭০টা আসন নিয়ে একটা গরিব ছেলেকে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করে বলে মারছে, সেই দল যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে আগামীদিনে এরা বাংলার কী অবস্থা করবে খালি একবার ভেবে দেখুন। তাই এদের শুধু হারানো নয়, শূন্য করতে হবে।”

ফেব্রুয়ারিতেও বড় রেকর্ড শীতের?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ শুরুতে দাপুটে ইনিংস খেললেও জানুয়ারির শেষ থেকেই যেন ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল শীত। যা দেখে অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন বিদায় আসন্ন। কিন্তু শেষবেলাতেও ফের কামড় শীতের। ফিরল গত ৫ বছরের শেরা ছবিটা। গত দুদিন ধরেই শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তবে এই প্রথম নয়, গত কয়েক বছরেও ফেব্রুয়ারির এই সময়টাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এমনই ছিল বলে বলছে আবহাওয়া দফতর থেকে প্রাপ্ত তথ্য। এর আগেও একাধিক বছরে ফেব্রুয়ারিতে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ছিল কলকাতার তাপমাত্রা। গত ৫ বছরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে

এসআইআর-এ নথি হিসেবে কমিশনে গণ্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূলের চাপে পড়ে এসআইআর শুনানির শেষ পর্বে নিয়ম বদলে বাধ্য হয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার থেকে কমিশন নির্ধারিত ১১ নথির পাশাপাশি গণ্য হবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা পারমানেন্ট রেসিডেন্স সার্টিফিকেট। শনিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্য নির্বাচনী দপ্তরকে তা জানানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে শর্তও রয়েছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,

পারবেন আবেদন মূল্য। তবে আপনি কোন রাজ্যের বাসিন্দা তার উপর নির্ভর করছে আবেদন মূল্য হিসেবে কত টাকা জমা দিতে আপনাকে। কয়েকটি রাজ্যে আবার ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের আবেদন করা যায় আগের মাধ্যমেও। তবে অফলাইনেও পেতে পারেন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট। রাজস্ব অফিস, কালেক্টর বা ডেপুটি কালেক্টর অফিস, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিস অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, নাগরিক পরিষেবা কর্নার বা



জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের সহ সঞ্চালিত শংসাপত্রই একমাত্র গৃহীত হবে। অন্য কারও সহ করা সার্টিফিকেট নথি হিসেবে গ্রাহ্য নয়। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক কীভাবে পারবেন ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারেন অনলাইনে। তার জন্য যেতে হবে ই-ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটে। সেখানেই আবেদন করা যাবে। অনলাইনেই জমা দিতে

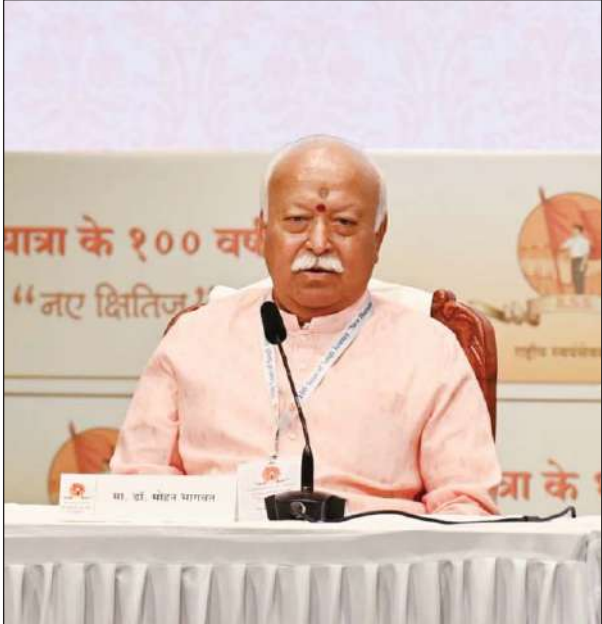
রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে যাবতীয় নথি নিয়ে গেলেও পারবেন ডোমিসাইল সার্টিফিকেট। মাথায় রাখবেন এই সার্টিফিকেট পেতে হলে আপনাকে রাজ্যের নির্দিষ্ট সময়ের বাসিন্দা হতেই হবে। এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ১৫ বছর। সেই সঙ্গে আধারকার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি-র মতো নথি থাকা বাধ্যতামূলক। স্থায়ী ঠিকানা নিশ্চিত করতে দিতে হবে বিদ্যুতের বিল বা গ্যাসের নথি।

এসআইআর-এর প্রশংসা

জনসংখ্যার পরিবর্তনে উদ্বেগ প্রকাশ ভাগবতের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জনসংখ্যার পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর দাবি, অতীতে সরকার এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। জন্মহার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকে তিনি জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদলের

তিনি পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বর্তমানে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কথাও উল্লেখ করেছেন। জনগণের উদ্দেশ্যে আরএসএস প্রধান বলেন, “আমরা সনাক্তকরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে পারি। আমাদের কোনও বিদেশিকে চাকরি দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ আমাদের দেশের হয়, আমরা



প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। জনগণকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছেন মোহন ভাগবত। মুম্বইয়ে আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত দু’দিনের বক্তৃতামালার দ্বিতীয় দিনে রবিবার এই মন্তব্য করেন মোহন ভাগবত। “সংঘের শতবর্ষের যাত্রাঃ নতুন দিগন্ত” শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ওরলির নেহরু সেন্টারে। সেখানে অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন আরএসএস প্রধান। তিনি বলেন, “পূর্বতন সরকার দেশের জনসংখ্যা, বাড়ন্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথায় ঘামায়নি। সেই কারণেই ডেমোগ্রাফি এতটা বদলে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিটি বিষয় নিয়েই তপস্বী। তাঁরা কাজ শুরু করেছে। সফলও হবে।” তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরকারের অনেক কিছু করার আছে। তাদের সনাক্ত করে বিতাড়িত করতে হবে।” তিনি যোগ করেন, “ভারতকে এখন আর ভাঙা চেনা না। যারা ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করছে, তাঁরাই ভেঙে যাবে।” মোহন ভাগবত বলেন, “যখন জনগণ বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলে, তখন অনেক ব্যক্তির নাম বেরিয়ে আসে যারা এই দেশের নাগরিক নয় তারা এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যাবে।”

তাদেরই চাকরি দেব, কিন্তু বিদেশিদের নয়। আপনাদের আরও সতর্ক এবং সচেতন হওয়া উচিত।” জাতপাত ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন আরএসএস প্রধান। তাঁর বক্তব্য, সংঘে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জাত কোনও বাধা নয়। ভাগবতের কথায় “যে কেউ আরএসএস প্রধান হতে পারেন। তরুণি জাতি বা উপজাতি হওয়া অযোগ্যতা নয়, আবার ব্রাহ্মণ হওয়াও যোগ্যতা নয়। আমরা সব জাতির জন্য কাজ করি।” একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, আরএসএসের শুরু হয়েছিল মূলত ব্রাহ্মণ সমাজকে কেন্দ্র করেই। নিজের বয়স সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, “সাধারণত বলা হয় যে ৭৫ বছর বয়সের পর, কোনও পদ ধরে না রেখেই কাজ করা উচিত। আমি ৭৫ বছর পূর্ণ করেছি। আমি আরএসএসের জ্ঞানিয়েছি, কিন্তু সংগঠন আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে। যখনই আরএসএস আমাকে পদচ্যুত করতে বলবে, আমি তা করব, কিন্তু কাজ থেকে অবসর কখনও নেব না।” উল্লেখ্য, এর আগেও তিনি, অর্থাৎ শনিবার বক্তৃতার প্রথম দিনে মোহন ভাগবত বলেছিলেন, আরএসএসের কার্য বিরুদ্ধে নয় এবং ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতেও যোগ্য নয়। তাঁর কথায়, “সংঘের লক্ষ্য শুধু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা।”

সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের পর বিদ্যুৎ প্রকল্পে গতি, মাথায় হাত পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিবেদন

পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার পর বড়সড় কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে জন্ম ও কাশ্মীরের চেনাব নদীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। রাষ্ট্রপতি বিদ্যুৎ সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন রামবান জেলায় প্রস্তাবিত সাওয়ালকোট হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্প নির্মাণের জন্য ৫,২১৯ কোটি টাকার টেন্ডার জারি করেছে। চেনাব নদীর উপর পরিকল্পিত এই সাওয়ালকোট প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে ১,৮৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, যা এই অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জন্ম ও কাশ্মীরের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে শক্তি সরবরাহ আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের মতে, এই প্রকল্পে সিন্ধু জলচুক্তির আওতার ভারতের জন্য বরাদ্দ জলসম্পদের



উৎপাদনের মতো নন-কনজার্গাপটিব ব্যবহারে ভারতের অধিকার রয়েছে। সেই সুযোগকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতেই এই প্রকল্পে নতুন করে গতি দেওয়া হয়েছে। এনএইটিপি-র প্রকাশিত টেন্ডার অনুযায়ী, বাঁধ,

জল্য বৈধ থাকবে। প্রকল্পের মোট নির্মাণকাল নির্ধারিত হয়েছে ৩,২৮৫ দিন, অর্থাৎ কয়েক বছর ধরে চলবে এই বৃহৎ নির্মাণকাজ। সাওয়ালকোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনার পর্যায়ে ছিল, তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক

পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং জলসম্পদের কৌশলগত গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার এখন এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প



চবিশে গ্রাফ কিছুটা বেড়েছিল। ২০২৪ সালের একই দিনে অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি কলকাতার পারদ নেমেছিল ১৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আবহাওয়া দফতর বলছে আগামী সাতদিন তাপমাত্রা মোটের উপর শুল্কই থাকছে। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ থেকে ৮৩ শতাংশের মধ্যে। তবে আগামী বুধবার থেকে ধীরে ধীরে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। তবে গ্রাফটা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের অভিযোগ অখিলেশের



লখনউ, ৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তর প্রদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার ব্যাপক অপব্যবহারের অভিযোগ তুললেন সমাজবাদী পার্টির (এসপি) নেতা অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা বেছে বেছে সেই সব ভোটে কেন্দ্রকে নিশানা করছে, যেখানে এসপি বিভিন্ন ভোটে জিতেছিল। কী ভাবে এমনটা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অখিলেশের দাবি, সংস্থাগুলির কাছে ভোটার তালিকার তথ্য রয়েছে। সেই তথ্য ব্যবহার করে তারা এমন সব বৃথ চিহ্নিত করছে, যেখানে এসপি জিতেছিল। ওই সব বৃথ থেকে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকায় থাকা কারও নাম নিয়ে আপত্তি জানানোর জন্য যে ৭ নম্বর ফর্ম, তা পূরণ করে পাঠানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মাধ্যমে দিল্লি, লখনউ ও দেশের অন্য প্রান্তে বসে থাকা পেশাদারেরা কাজ করছেন। এর সঙ্গেই বিহার, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অখিলেশ। তাঁর সংযোজন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বলছেন, নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির কমিশনে পরিণত হয়েছে। কমিশন বিজেপির ‘সহযোগী দলে’ পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণ দুর্ভাগ্যজনকঃ ফারুক আবদুল্লা



শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ৮ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তানে একটি মসজিদের ভেতরে বিস্ফোরণের ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ এমন এক পথে চলছে, যা নরকের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। রবিবার এমনটাই বদ্বৈছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) সভাপতি ফারুক আবদুল্লা।দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলগুম্বা জেলার পাল্পোপর শহরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আবদুল্লা বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এখন মসজিদের ভেতরেও বিস্ফোরণ ঘটছে। এর থেকে বোঝা যায় আমরা আল্লাহর থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছি। আমরা সেই পথে চলছি যা নরকের আগুনের দিকে নিয়ে যাবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহম্মদ রিয়াজ হামদানির মাঘের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে পাল্পোপর গিয়েছিলেন।আবদুল্লা আরও বলেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে চরম অরাজকতা ও হিংসার কবলে চাচ্ছে। পাকিস্তানকে ‘সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র’ ঘোষণা করা উচিত কি না- এমন প্রশ্নের উত্তরে এনসি সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।উল্লেখ্য, গত শুক্রবার, রাজধানী ইসলামাবাদের শহরতলি তর্পি এলাকার খাদিজাতুল কুরা মসজিদে ৬২ বছর বয়সী এক আত্মঘাতী হামলাকারী ঢুকে পড়ে এবং যখন মুসল্লিরা জুম্মার নামাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রাথমিকভাবে ৩১ জন মারা যান এবং ১৬৯ জন আহত হন। পরে গুরুতর আহত কয়েকজনের মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬। পাকিস্তানে ‘দারুন-এর (আইএস) একটি শাখা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারতসরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত-মালয়েশিয়ার অংশীদারিত্ব নতুন গতি পাবেঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পূত্রজায়া ও নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ ফেব্রুয়ারিঃরবিবার মালয়েশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরে দ্র মোদী বলেনে, মালয়েশিয়ায় ভারতীয় কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি, পর্যটনের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসা এবং মালয়েশিয়ায় ডিজিটাল ইন্টারফেস ইউপিআই বাস্তবায়নের মতো পদক্ষেপগুলি উভয় দেশের নাগরিকদের জীবনকে সহজ করবে। তিনি বলেছেন, আজকের ঢ্যালেন্ড মোকাবিলায় বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কার অপরিহার্য। ভারত এবং মালয়েশিয়া শান্তির জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উভয় দেশের বার্তা স্পষ্টঃকোনও দ্বিধ্বী নীতি নয়, কোনও আপস



নয়।মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক খুবই বিশেষ। দুটি দেশ সামুদ্রিক দিক দিয়ে প্রতিবেশী এবং এই দুই দেশের

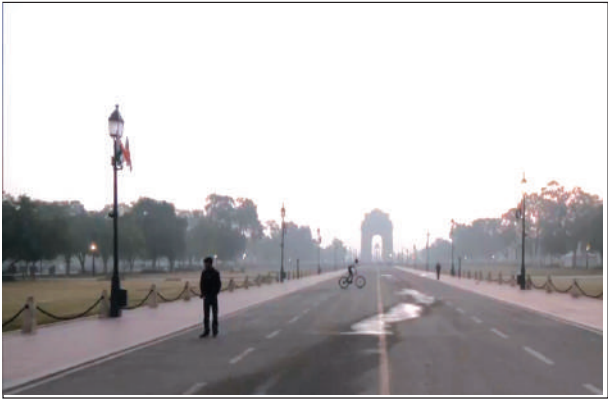
জনগণের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী গভীর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জ্বালানি, অবকাঠামো এবং উপাদান খাতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার হয়েছে। ডিজিটাল অর্থনীতি, জৈবপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে অনুমোদিত মোট বিনিয়োগ প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকাএর মধ্যে রয়েছে সিলিকন কারখানা, উন্নত প্যাকজিং কেন্দ্র এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা ২০২৯ সালের মধ্যে দেশ ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ চিপের প্রয়োজন নিজেই মেটাতে পারবে।পারবতী লক্ষ্যত ন্যানোমিটার এবং ২ ন্যানোমিটার প্রযুক্তি উন্নয়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ সেমিকন্ডাক্টর দেশগুলির মধ্যে নিয়ে আসা২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে লক্ষ্য সংশোধিত সেমিকন্ডাক্টর ও ডিসপ্লে উৎপাদন কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ৮ হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবিত ফলফল একটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রায় ১,৫০০ কর্মসংস্থান নয়াটি উৎপাদন কেন্দ্রে ১১ হাজার কোটি টাকা কারিগরি প্রায় ৬,০০০ কর্মসংস্থান মোট ৬০টি নকশা সংস্থাকে সহায়তা মোট ১০টি নতুন সেমিকন্ডাক্টর কেন্দ্র তৈরি ২০০ প্রকৌশলীর কাজের সুযোগ কেন এই মিশন গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর আধুনিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, আর্থিক বাজার, হাসপাতাল, পরিবহণ এবং মহাকাশ প্রযুক্তি এর উপর নির্ভরশীল। ক রোনো। অতিমারীর সময় চিপ সংকট ১৬৯টির বেশি শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে উৎপাদন কমে যায় এবং খরচ বাড়ে। বর্তমানে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন ও মার্কিন

বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ৭.৫ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করল বিসিসিআই



মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৮ ফেব্রুয়ারি : হুদহুতে বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ দলের জন্য গত শনিবার ৭.৫ কোটি টাকার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আয়ুষ মন্ত্রের দল ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে ভারতের ষষ্ঠ পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে। জিতাব্যয়েতে ভারতের ষষ্ঠ আইসিসি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিনের দূষণ-আশঙ্কার মধ্যেই রবিবার সামান্য স্বস্তির খবর মিলল দিল্লিবাসীর মাঝে। রাজধানীর বায়ুর গুণমানে অল্প হলেও উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে দিল্লির সামগ্রিক এয়ার কেয়ালিটি ইন্ডেক্স বা একিউআই ছিল ১৯৬। এই সূচক ‘মাঝারি’ শ্রেণির মধ্যে পড়ে। আগের দিন শনিবার যেখানে একিউআই নেমে গিয়েছিল ২২৭-এ, অর্থাৎ ‘খারাপ’ পর্যায়ে, সেখানে রবিবারের এই ‘পরিবর্তন’ পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের কিছুটা হলেও আশাবাদী করেছে।শীতের মরসুমের দিল্লির বায়ুদূষণ একটি বন্য সমস্যা। ঠান্ডার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে দূষক কণার ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভোগা মানুষদের জন্য এই সমস্যাটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষাপটে রবিবারের এই সামান্য উন্নতিকে অনেকে ইতিবাচক সংকেত হিসেবেই দেখছেন।পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন, হালকা বাতাস চলাচল এবং তাপমাত্রার ওঠানামার



ফলে দূষণের মাত্রায় এই অল্প হ্রাস লক্ষ্য করা যেতে পারে। যদিও এই উন্নতি স্থায়ী হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ দিল্লির বায়ু গুণমান মূলত নির্ভর করে যানবাহনের ঘনো, শিল্পাঞ্চলের নির্গমন, নির্মাণকাজ থেকে উড়ে আসা ধূলাও এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির বিভিন্ন কার্যকলাপের উপরাবায়ুর গুণগত মান পরিমাপের ক্ষেত্রে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই সূচক অনুযায়ী, একিউআই যদি ০ থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তবে তা ‘মাঝারি’ স্তরের বায়ুও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা যায় না। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের বাতাসে শ্বাস নিলে চোখে জ্বালা, গলা খুসখুস, হালকা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই দূষণের মাত্রা কিছুটা কমলেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক

‘ গুণমান হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০১ থেকে ৬০০-এর মধ্যে একিউআই থাকলে তা ‘ খারাপ’ হিসাবে গণ্য হবে। ৬০১ থেকে ৪০০ হলে ‘ খারাপ’ এবং ৪০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে থাকলে তাকে ‘গুরুতর দূষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রবিবার দিল্লির একিউআই ১৯৬ হওয়ায় তা মাঝারি স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘মাঝারি’ স্তরের বায়ুও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা যায় না। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের বাতাসে শ্বাস নিলে চোখে জ্বালা, গলা খুসখুস, হালকা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই দূষণের মাত্রা কিছুটা কমলেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক

পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি পর্যটন এবং জনগণের সংযোগও গভীর হয়েছে। এই অর্জনগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দুই দেশ তাদের অংশীদারিত্বকে গতি এবং গভীরতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত এবং মালয়েশিয়া সন্ত্রাসবাদ দমন, গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা আরও জোরদার করবে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও সম্প্রসারিত হবে। এআই এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির পাশাপাশি, সেমিকন্ডাক্টর, স্বাস্থ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহমত দুই দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের উপর বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন নির্ভরশীল। তাইওয়ান একাই বিশ্বের ৬০ শতাংশ চিপ তৈরি করে। উন্নত চিপের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৯০ শতাংশ। এই নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে ভারত নিজস্ব শক্তিশালী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। ভারতীয় মাইক্রোপ্রসেসর ধ্রুব৬৪ নামের ৬৪-বিট মাইক্রোপ্রসেসর সিডাক তৈরি করেছে। এটি ৫জি, গািডি, শিল্প ব্যবস্থা এবং ইন্টারনেট অফ থিংস ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। এর পাশাপাশি, শক্তি, অজিত, বিক্রম এবং তেজস নামের দেশী প্রসেসরও তৈরি হয়েছে। এগুলি ডিজিটাল ইন্ডিয়া রিস্ক-ভি কর্মসূচির অংশ। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। মোট ৬৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নকশা সরঞ্জাম সরবরাহ মোট ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৬টি চিপ তৈরি ক্যালিক্যাটের নিএলআইটি-তে ১ লাখ প্রকৌশলী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ইতিমধ্যে ৬২ হাজার প্রকৌশলী প্রশিক্ষিত ল্যাম রিসার্চের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ৬০ হাজার বিশেষজ্ঞ তৈরির পরিকল্পনা উপসংহার ই ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ দলকে শুধু উৎপাদক নয়, প্রযুক্তি উদ্ভাবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট এই পথে বা গতি দিয়েছে। আগামী দশকে ভারত বিশ্বের শীর্ষ সেমিকন্ডাক্টর দেশগুলির মধ্যে জায়গা করে নিতে চলেছে।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের মহিলা মিছিলে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের বিরুদ্ধে লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, এস আই আরের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির প্রতিবাদে পথে নামলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ক্যানিংয়ের হেলিকপ্টার মোড় থেকে প্রায় ২৫ হাজার মহিলা তৃণমূল কর্মী নিয়ে মিছিল শুরু করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা। এদিন এই প্রতিবাদের পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাতারের টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুখামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতেও পথে নামেন মহিলারা। সামনেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে দলের মহিলারাও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন সে



বিষয়ে বার্তা দিতেই এদিন এই মহিলা মিছিলের আয়োজন করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। বিধায়ক বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মহিলাদের কথা চিন্তা করেন, তা অন্য রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেন না। তাই আজ ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পথে নেমেছেন। ২০২৬ এর নির্বাচন এখনও অনেক বাকি আছে, এটা তার সামান্য ট্রেলার মাত্র।

দেশে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধেঃপীযুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৮ফেব্রুয়ারি : দেশে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে বললেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলা। গত শনিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পীযুষ গোয়েল বলেন, দেশে কিছু মানুষ আছে যারা কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তাঁরা কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে না দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে। তারা অবাক হয়ে দেখে যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি যা দেশের কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, আমাদের রপ্তানিকারকরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠান, তখন বেশ কিছু পণ্যের উপর এখনও শুল্ক আরোপ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, রয় এবং হীরার উপর শুল্ক প্রযোজ্য হবে। ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা গুয়াজাত পণ্যের উপরও শুল্ক প্রযোজ্য হবে। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা স্মার্টফোনের উপর শুল্ক অব্যাহত থাকবে। এইভাবে, এমন অসংখ্য পণ্য রয়েছে যার উপর শুল্ক কৃষিক্ষেত্রেও এমন অনেক পণ্য রয়েছে যা ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হবে যার উপর শুল্ক পারস্পরিক শুদ্ধ প্রযোজ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, মশলা, চা, কফি এবং এগুলি থেকে তৈরি পণ্য, সুগারি, কাজু বাদাম এবং বাদাম।

বাংলায় জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ অমিত মালব্যের



অরুণ নন্দর,কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি :পশ্চিমবঙ্গের কথিত জনতাত্ত্বিক বা জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য। রবিবার সমাজ মাধ্যম ‘এক্স’ হাড্ডেনে একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি দাবি করেন, বাংলা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং এর পেছনে জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তন একটি বা। কারণ।অমিত মালব্য লিখেছেন, চারপাশে তাকিয়ে দেখুন-আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না বাংলা কীভাবে বদলে যাচ্ছে? এটাই হলো জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন। তিনি জানান, তাঁর তথ্যচিত্র সিরিজ ‘সানসেট ইন্ডেশন’ - এর তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।যেক্ষেত্রে বিবৃতিতে তিনি বলেন, যেকোনও সভ্যতা ততক্ষণই সুরক্ষিত থাকে, যতক্ষণ সে নিজের পরিচয় রক্ষা করতে পারে। তাঁর মতে, অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ কেবল জনসংখ্যার অনুপাতকেই প্রভাবিত করে না, বরং ধীরে ধীরে সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার ভারসাম্যকেও বদলে দেয়।ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে অমিত মালব্য বলেন, যে সমাজ জনতাত্ত্বিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, তারা প্রথমে নিজেদের পরিচয় হারায় এবং পরে নিজেদের কষ্টস্বরূপও হারিয়ে ফেলে।

এপস্টিনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা অস্বীকার দলই লামার দফতরের

ধর্মশালা, ৮ ফেব্রুয়ারি : জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে দলই লামার কোনও রকম যোগাযোগের কথা অস্বীকার করল দলই লামার দফতর। একাধিক সংবাদমাধ্যম আমেরিকার বিচারবিভাগের নথি উদ্ধৃত করে দাবি করছিল যে, এপস্টিন ফাইলস-এ দলই লামার নাম উল্লেখ হয়েছে। রবিবার দলই লামার দফতর থেকে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু সংবাদ প্রতিবেদন এবং সমাজমাধ্যমে এপস্টিন ফাইলস-এর প্রসঙ্গ টেনে মহানামা দলই লামার সঙ্গে জেফ্রি এপস্টিনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দ্ব্যহীন ভাবে জানাচ্ছি যে, মহানামা দলই লামা কোনও এপস্টিনের সঙ্গে যোগ করেননি, কিবা তাঁর পক্ষ থেকে এপস্টিনের সঙ্গে সুরও কোনও ঠেঁকে বা যোগাযোগের অনুমতি দেননি।

বিজেপির চার্জশিটকে ‘মিথ্যার বুড়ি’ বলে কটাক্ষ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির পেশ করা চার্জশিটকে ‘ মিথ্যার বুড়ি’ বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিজেপির এই চার্জশিটের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।রবিবার শ্রীরামপুরের মাহেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৃণমূল সাংসদ বিজেপির চার্জশিট প্রসঙ্গে বলেন, এটি কে ছাপিয়েছে? বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলছে এবং নোংরা শনিবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শ্রীরামপুর ও জগবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চার্জশিট পেশ করেছিলেন।



দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বা এর বিরুদ্ধে একআইআর দায়ের করুন।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি বর্তমানে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত অপশাসনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা ব্যারিস্টার কবীর শর্কর বোস রাজনীতি করছে। এর দায় কে নেবে? আমরা প্রতিটি থানায় এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছি। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায়

ছত্তিশগড়ের ‘বস্তুর পণ্ডুম’ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অমিত শাহ



জগদলপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে আয়োজিত ‘ বস্তুর পণ্ডুম উৎসব ২০২৬’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।অমিত শাহের আগমন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা। তাঁর সফরের শেষ দিনে সোমবার অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি জগদলপুর (বস্তুর) পৌঁছাবেন। ‘ সত্যক’ রয়েছে।উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা রবিবার জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বুদেও সাই সম্ভবত ৩১ মার্চের আগে রাজ্যের সমস্ত ডিইজিপি ও এসিসি (হোম)-দের সঙ্গে একটি শেষ বৈঠকে বসতে পারেন, যেখানে পরিবর্তী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হবে। সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অমিত শাহ ‘ বস্তুর পণ্ডুম’ উৎসবে সান্নিধ্য হবেন। তিনি আরও বলেন, বস্তুর পণ্ডুম হলো বস্তুরের উন্নয়নের সংবর্ধনা ও সংস্কৃতির এক মতোৎসব।

রাশিফল

মেসঃ নিজের উপস্থাপন ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে, তার সদ্যবহার করুন। আপনার কথা বলার দক্ষতা সকলের প্রশংসা কুড়াবে। সন্তানরাও আপনারকে গর্বিত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃ স্বতঃস্ফূর্ততা-সহ আন্তরিকতা আজ আপনাকে চালিত করবে। চোখ-কান খোলা রাখুন, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আজ কোনও আইনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে ভালো করে পানি নিন। নিরাময়ের থেকে প্রতিরোধ বেশি ভালো। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে মিথুনঃ আজকে আপনি নিজের আত্মহরের বিষয়গুলির পিছনে সময় দিতে চাইবেন। আপনি পরিবারকে অনেক বেশি সময় দেবেন এবং আপনার সন্তানদের সঙ্গে যত-সম্ভব সময় কাটাবেন এবং তাদেরকে আপনার মেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন। আজকে আপনি কল্পনাবহণ এবং রোমাণ্টিক মেজাজে থাকবেন। কর্কট রাশি : বিধা ঘেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিতে ব্যাহত করছে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। সিংহঃ হজে আসে, সহজে যায়, এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়, টাকাপয়সার ক্ষেত্রে। টাকা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ সম্ভাবনা আছে আপনি অনেক নষ্ট করার মতো খরচা করবেন। শুভ দিন হবে কন্যা : আপনার চারিপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে স্বীকৃতি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। তুলাঃ ছোটোখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। টেনশন কমাতে এবং মানসিক শান্তি পেতে, যোগ অথবা ধ্যান অভ্যাস করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বৃশ্চিকঃআপনার পরিবার এবং বন্ধুরা আপনার অগ্রাধিকার তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে আছে। ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রে জীবন অসাধারণ দেখাচ্ছে। সংসারে শান্তি আসবে। শনুঃ আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন। শুভ রং আজ লাল মকরঃ আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন। কাজের সুযোগ। কুব্জঃ ভাগ্যবীরের দর্পী, আপনি ছাা এটা আর কে এতো ভালো জানে? আপনার কর্মক্ষমতা হয়তো আজকে খুঁটিয়ে দেখা হতে পারে, কিন্তু আপনার বসেরা ভাগ্যে খুশি হয়ে যাবে আজ। সন্তান হতে পারে। মীনঃআপনার প্রাতাত্মিক রুটিনটি ভালোভাবে গোঝানোর জন্য আপনি পরিশ্রম করবেন, কিন্তু আপনার গ্রহের অবস্থান ভালো না- হওয়ার কারণে আজকে আপনি সবকিছু সাফল্যের সঙ্গে সামলাতে পারবেন না। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিদেশে যাত্রা শুভ

আবহাওয়া

কলকাতায় আপাতত ভোরের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশারের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে তবে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাঁর ফলে দুপহমানতা কমে আসতে পারে ৯.৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। ঘন কুয়াশা আপাতত কোথাও দেখা যাবে না। রাজ্যের সর্বত্র আবহাওয়া থাকবে মূলত শুকনো। রবিবার কোথাও বৃষ্টি বা তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই।।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রবিবার রাতের তাপমাত্রা অন্তত দুই ডিগ্রি করে কমতে পারে। আবহাওয়া মনে করছেন, তার পর তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা না থাকলেও সকালের দিকে শীতের আমেজ অনুভূত হতে পারে সর্বত্র। বেলো বাড়লে রোদের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সেই আমেজ উধাও হবারবিবার রাতের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। উপকূল ও সলপ্ত জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৬ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। পশ্চিমে জেলাগুলির তাপমাত্রার পারদ ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি নামতে পারে।উত্তরবঙ্গও বজায় থাকবে শীতের দাপট। দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা এবং দুই দিনাজপুরের রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে বলে পূর্বাভাস।। আর্পেক্ষিক আর্দ্রতা৮-৮ শতকরা এবং ৪৪ শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সোয়ার ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ১০রাত ৫৫টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৬মিনিটে হতে পারে।

মথুরাপুরে হয়ে গেল বিজেপির বৃথ বিজয় অভিযান

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির বৃথ বিজয় অভিযান শুরু হলো মথুরাপুরে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার রায়দীঘি ও নং মন্ডলের উদ্যোগে শনিবার বিজেপির মথুরাপুর জেলা অফিসে হয়ে গেল বৃথ বিজয় যাত্রা অভিযান। এদিন এই কর্মসূচিতে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বৃথের সক্রিয় কর্মীদের সম্বর্দনা জানানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার কার্যকরী সদস্য সূরত হালদার, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক নির্মল মণ্ডল, রায়দীঘি বিধানসভা ইনচার্জ বিশাল সরদার সহ দলের একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মী সমর্থকগন। এ দিনের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিজেপি ছিলার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতন। এদিন বহুব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্বরা জানান, বৃথ বিজয় অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল বৃথ স্তরের দলীয় কর্মীদের আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করা।বৃথ যদি শক্তিশালী হয়, কর্মরী যদি মজবুত থাকে, তাহলে দলকে জেতাতে সহজ কাজ হবে। বৃথই সংগঠনের মেরুদণ্ড। সেই লক্ষ্যেই সারা রাজ্যজুড়ে বৃথ ভিত্তিক কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রায়দীঘিতে জয় নিশ্চিত বলে ও এদিন জানান তারা।

নরেন্দ্রপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : এবার নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুরে। ধৃতের নাম আকাশ হালদার। যদিও ধৃতের দাবি, তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নরেন্দ্রপুর এলাকাতেই বাড়ি ওই অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার। ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আকাশ হালদারের অভিযোগ, এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওই যুবক। শুধু তাই নয়, ওই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। প্রথম ওই ঘটনার পর নাবালিকাকে ভয় দেখানো শুরু হয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন ওই কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। কাউকে কিছু বললে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে মুখবন্ধ রেখেছিল কিশোরী। কিন্তু একসময় আর ঘটনার কথা চেপে রাখতে পারেনি। গোটা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের কাছে জানায় ওই নাবালিকা। এরপরই পরিবারের তরফে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করােনো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত আকাশকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে। রবিবার যুটকে বারইপুর আদালতে পেশ করানো হয়।

কমিশন দূর হটো’, এসআইআর ইস্যুতে মন্তব্য অরূপের

দূরস্বভাবা, সুমন আদক, হাওড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : ইলেকশন কমিশন দূর হটো’, এসআইআর ইস্যুতে মন্তব্য অরূপের। বললেন, ‘এতো বাজে ইলেকশনের কমিশন অতীতে কখনও দেখা যায়নি।’ এসআইআর এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির প্রতিবাদে এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে মহামিল্লিরের ডাক দেওয়া হয় হাওড়ায়। রবিবার সকালে হাওড়ার শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ওই মিছিলে বহু নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। অরূপ রায় বলেন, ‘সাম্প্রদায়িক বিজেপির দালাল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর এর নাম করে মানুষকে হয়রানি করছে এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। তারই প্রতিবাদে মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মহামিল্লিরের ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রতি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে হাওড়ায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করা বিজেপি’র সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় বলেন, ‘বিজেপি উশৃংখল একটা রাজনৈতিক দল। পাতাখোর, চোর-জোচোর, বদমাশেরে পলিটিকাল পাটি ওরা আগে নিজেরদের আত্মসমালোচনা করুক। তারপর আমাদের নিয়ে ভাবুক।’ এসআইআর সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের একহাত নিয়ে এদিন মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ‘এতো বাজে ইলেকশন কমিশন অতীতে কখনও দেখা যায়নি। আমাদের দাবি এমন ইলেকশন কমিশন ভারত থেকে দূর হটো।’

ইস্পাত নগরীর সেতুবন্ধন শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আসানসোল-বোকারো মেমু ট্রেনের যাত্রারস্তু করলেন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : আজ পূর্ব ভারতের শিল্পমানচিত্রে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হলো। বহু প্রতীক্ষিত আসানসোল-বোকারো স্টিল সিটি মেমু পরিষেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ এই অনুষ্ঠানে, মাননীয় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে উদ্বোধনী ট্রেনটির স্র্য়োগ অক্ষ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ডেভিকেটেড মইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট পরিষেবা চালুর ফলে হাজার হাজার শ্রমিক, শিক্ষার্থী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের কষ্টের অবসান ঘটল। এর আগে তারা ব্যয়বহুল বাস এবং অনিয়মিত এক্সপ্রেস ট্রেনেও ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। শিল্লের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

বিশ্বমঞ্চে ছুঁয়েছেন সাফল্যের শিখর কোচবিহারের এই লেডি সিভিক ভলেন্টিয়ার দেবারতি দত্ত

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ‘মেয়েরা পারে না’ এটা শুনে খেমে যাননি মেয়েটি! একটা ছোট শব্দর কোচবিহার, আর সেই ছোট শব্দের এক সাধারণ মেয়ে দেবরতি দত্ত। চারপাশে ছিল সীমাহীন বাঁধা, ছিল অজস্র প্রশ্ন, ‘মেয়ে হয়ে ক্যারাটে শিখে কী করবে?’ তবুও স্কুলের ছোট্ট করিডোরে দাড়িয়ে যে মেয়েটি ক্যারাটে শেখার হাতেখড়ি নিয়েছিল, আজ সেই হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের গর্ব। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমসে জেলার অন্য রজত পদক নিয়ে এসে ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন দেবরতি। এরপর জেলা পর্যায়েরও সিনিয়র বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১৭ সালে কোচবিহার কাপে প্রথম স্থান অর্জন করে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নির্ভরশীল দেবারতি। রাজ্য পর্যায়ে নিজের দক্ষতার ছাপ রেখে ২০১৯ সালে গৌরবময় যাত্রা শুরু হয় গৌহাটি ন্যাশনাল

এই নতুন পরিষেবাটি পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া ও বোকারোর মধ্যে একটি উচ্চ-গতির ও সাস্রী স্টিল করিডোরদ তৈরি করেছে। আজকের উদ্বোধনের মূল দিকগুলো হলো, - শ্রমশক্তির ক্ষমতায়ন উভয় শহরের ‘সেল’ প্রতিষ্ঠানের কারিগরি কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য এখন যাতায়াতের একটি সরাসরি ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম তৈরি হয়েছে। - গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি দূরপাল্লার ট্রেনের মতো নয়, এই মেমু ট্রেনটি ছোট ছোট ইন্টারমিডিয়েট হস্ট স্টেশনগুলোতেও থামবে। ফলে পুরুলিয়া এবং আশেপাশের গ্রামীণ মানুষ উভয় ইস্পাত নগরীর বিশাল শহুরে বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবেন। -বাহ্যহীন শিক্ষা শত শত ছাত্রছাত্রী এখন প্রতিদিন আশুগুরাজ সীমানা পেরিয়ে নামী কোচিং সেন্টার এবং কলেজগুলোতে যাতায়াত করতে পারবে। ফলে

হোস্টেল বা ভাড়াবাড়িতে থাকার অতিরিক্ত খরচের আর প্রয়োজন হবে না। - সাস্রী যাতায়াত স্বল্পমূল্যের মাসিক সিজন টিকিট চালুর মাধ্যমে এই পরিষেবাটি দিনমজুরদের জন্য দীর্ঘ দূরত্বের যাতায়াতকে লাভজনক করে তুলেছে। ভ্রমণের মানে এক বৈপ্লবিক উন্নতি পুরানো যাতায়াত ব্যবস্থার বদলে এই মেমু পরিষেবা আঞ্চলিক গতিশীলতাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আগে যাত্রীদের একাধিক বাস বদলানো এবং চড়া পরিবহন খরচ বইতে হতো; এখন কম খরচে মাসিক সিজন টিকিটের মাধ্যমে যাতায়াত অত্যন্ত সাস্রী হয়ে উঠবে। নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে, এই ব্যবস্থাটি হাইওয়ে ট্রাফিক এবং বর্ষাকালীন ধসের সমস্যা থেকে সরে এসে একটি উচ্চ-গতির, সর্বকালীন বৈদ্যুতিক রেল করিডোরে রূপান্তরিত হবে, যা ঋতু নির্বিশেষে সঠিক সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করবে। তাছাড়া,

এই মেমু পরিষেবাটি অ্যাক্সেসিবিলিটি বা সহজলভ্যতার দীর্ঘদিনের ঘাটতি পূরণ করবে। আগে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো ছোট গ্রামীণ গ্রামগুলোকে এড়িয়ে যেত, কিন্তু এই পরিষেবাটি স্থানীয় হস্টগুলোতে স্টপেজ দেওয়ার ফলে পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল সরাসরি যুক্ত হয়েছে। এটি সরু ও জনাকীর্ণ রাস্তার কুঁকির তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ ও মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করবে। স্থানীয় জীবনে প্রভাব যাতায়াতের বাইরেও, এই পরিষেবাটি মধ্যবর্তী ছোট স্টেশনগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জোয়ার আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিয়মিত যাত্রীদের যাতায়াত বাড়লে স্থানীয় দোকানপাট ও পরিষেবার উন্নতি ঘটবে। এছাড়াও বর্ষাকালে ট্রেনের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করবে যে আবহাওয়া জনিত কারণে রাস্তা বন্ধ হলেও অঞ্চলের অর্থনীতি নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।



ইন্ডিয়া ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে নামে পরিচিত। বাবা দেবপ্রসাদ দত্ত যিনি বাজারের একটি দোকানে কাজ করতেন, তাঁর প্রতিটি স্বপ্ন আজ মেয়ের হাত ধরে বাস্তব হয়েছে। মা রিানা দত্ত ও দাদা দেবোয়ন দত্ত আজও তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২২ সালে পরপর তিনবার গোল্ড মেডেল জয় তাঁর মুকুটে যোগ করেছে নতুন পালক।

নামে পরিচিত। বাবা দেবপ্রসাদ দত্ত যিনি বাজারের একটি দোকানে কাজ করতেন, তাঁর প্রতিটি স্বপ্ন আজ মেয়ের হাত ধরে বাস্তব হয়েছে। মা রিানা দত্ত ও দাদা দেবোয়ন দত্ত আজও তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২২ সালে পরপর তিনবার গোল্ড মেডেল জয় তাঁর মুকুটে যোগ করেছে নতুন পালক।

আগামীতে অস্থি মজ্জা পুনঃস্থাপন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেঙ্গলপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : আগামীতে অস্থি মজ্জা পুনঃস্থাপন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সম্ভব, এব্যাপারে কথাও হয়েছে বলে জানানেন কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিযশা চিকিৎসক হেমাটোলজি-অক্সোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ শান্তনু সেন। তিনি বলেন, সবটাই আমরা বিনামূল্যে করবো। শান্তি নিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের চেনাই কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নিয়ে গিয়ে এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। রবিবার সকাল থেকেই এই সব মা-বাবারা তাদের সন্তানদের নিয়ে রোগীরা ভিড় করলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। আজ রবিবার কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে বিবাহযোগ্য বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে HPLC পরীক্ষা করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে থ্যালাসেমিয়া মেজর অক্রান্ত শিশুদের HLA Typing এবং i-BMT (বোন ম্যারে ট্রান্সপ্লাণ্ট) এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যা থ্যালাসেমিয়া মেজর অক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যত নতুন জীবন



ছিলেন। শুধু বীরভূম জেলা নয়, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, বায়্রগ্রাম, কলকাতা, নদীয়া, হাওড়া, ঝগালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা থেকেও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা এদিন এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারের সহযোগিতায়, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে বিবাহযোগ্য বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে HPLC পরীক্ষা করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে থ্যালাসেমিয়া মেজর অক্রান্ত শিশুদের HLA Typing এবং i-BMT (বোন ম্যারে ট্রান্সপ্লাণ্ট) এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যা থ্যালাসেমিয়া মেজর অক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যত নতুন জীবন

ছাত্রছাত্রীদের সাথেও এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বিশেষ সচেতন হবার আহ্বান জানান। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও প্রতিরোধে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাথে একযোগে কাজ করার উপর জোর দেন ডাঃ শান্তনু সেন। তিনি বলেন, আগামী দিনে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক। সেই সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে i-BMT বা বোন ম্যারে ট্রান্সপ্লাণ্ট পরিষেবা শুরু করার প্রস্তাব দেন। যাতে কাউকে দূরে গিয়ে এই চিকিৎসা করতে না হয়। এই বিষয়ে মেডিকেল কলেজের সভাপতি মলয় পীট ও কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডাঃ অশোক কুমার দত্তের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়েছে বলেও তিনি জানান। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন, ‘সরকার এবং কোকিলাবেন ধীরুভাই আশ্বানি হাসপাতাল ও মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও চিকিৎসা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে, সমাজকে সুন্দর রাখতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলে সচেতন হলে আমরা থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে পারবো।’

অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : অবসরপ্রাপ্ত এক রেলকর্মীকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করলেন প্রতিবেশীরা। তাঁর গায়ে আগুন লাগানো হয়েছে নাকি তিনি নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়েছেন তদন্তে নেমেছে হাওড়া থানার পুলিশ। ‘বাঁচাও বাঁচাও’ বলে চিৎকার করে ওই ব্যক্তি রবিবার দুপুরে আচমকই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর গাটা শরীরের অনেকটাই আগুন মলসে গিয়েছিল। এমন দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই আতকে ওঠেন প্রতিবেশীরা। হাওড়া থানা এলাকায় রবিবার দুপুরের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় শিাঙ্গালদহের বি আর সিং হাসপাতালে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ মধ্য হাওড়ার মধুসূদন বিশ্বাস সেনে ওই ঘটনা ঘটে। একটি বাড়ি থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে গোটা এলাকায় দল মিশিল রঞ্জন বসু (৬১)। তিনি রেলের অবসরপ্রাপ্ত টিকিট পরীক্ষক। তিনি ওই বাড়িতে স্ত্রী সুমিতা বসু এবং একমাত্র ছেলে অনিলাভ রঞ্জন বসুকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। ছেলে আগে কাজ করলেও বর্তমানে তিনি কোনও কাজ করতেন না। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, নিখিল রঞ্জন বাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলের মাঝেমাঝে গুলগোলা হত। এদিন সকালেও প্রতিবেশীরা বাড়ির মধ্যে থেকে প্রচন্ড চিৎকার এবং মারধরের আওয়াজ শুনতে পান। তারপরই দুপুর একটা নাগাদ ঘটে ওই ঘটনা। যখন তিনি অগ্নিদগ্ধ হন সেই সময় তাঁর স্ত্রী বাড়ি থাকলেও ছেলে ভাড়ি ছিলেন না। তবে স্বামী অগ্নিদগ্ধ হলেও কেনে স্ত্রী প্রতিবেশীদের কোনও খবর দিলেন না তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। নিখিলবাভুর শরীরে আগুন লাগানো হয়েছে নাকি তিনি নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে তাঁর শরীরের প্রায় ৫৮ শতাংশ পুড়ে যায়। প্রতিবেশীদের সাহায্যে ওই বৃদ্ধকে প্রথমে হাওড়া ময়াদানের রেলওয়ে অর্থোপেডিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে শিাঙ্গালদহ বি আর সিং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তিনি এখন চিকিৎসাধীন। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। প্রতিবেশীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়। ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি প্রয়োজনে আহত বৃদ্ধের থেকে জবানবন্দী নেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস-বিজেপিতে বড়ভাণ্ডা ভাঙন, তৃণমূলে যোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ অনুগাতিত হয়ে মালদার কলিয়াচক-২ ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর অঞ্চলে কংগ্রেস ও বিজেপি দলে বড়ভাণ্ডা ভাঙন দেখা দিল। কংগ্রেস ও বিজেপির সহ-সভাপতি-সহ ১৬৬ নম্বর বৃথের বরমত্তর গ্রাম থেকে প্রায় শতাধিক পরিবার দলচ্যুত করে মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে স্বাগত জানান রাস্ত্তমন্ত্রী তথা মোখালাড়ি বিধানসভার বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পাটুলিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

দূরস্বভাবা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ ফেব্রুয়ারি : পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পাটুলি ব্লক কার্যালয় থেকে ছাটনির মোড় পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে রবিবার গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে শামিল হন। রবিবার সকাল পৌনে বারোটো থেকে প্রায় একটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ, এর জেরে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে নিত্যদিনই সমস্যা়া পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থল পড়ায়, রোগীবাহী গাড়ি থেকে গুরু করে নিত্যযাত্রীদের ভর্তোগ চরমে উঠেছে। তাঁদের দাবি, রিভিড, আইসি, বিষয়কসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তার মাঝেমাঝেই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও, বাস্তবে রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, একধাককার সংখিষ্ট দপ্তরে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও ফল মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়ে প্রায় এক ঘন্টা পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

গ্রামের মানুষের চাহিদা মেনে নলকূপ বসানোর কাজের সূচনা



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে রাজ্যে জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে সরকারের উদ্যোগে। শনিবার রাতে মথুরাপুর এক নং ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামের ১০ নং সংসদে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ বসানোর কাজের শুভ সূচনা হলো। এদিন এই শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আমির হোসেন লস্কর,স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মঙ্গল ময় মন্ডল, সমাজসেবী সান্দাম লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের সূচনা করেন প্রধান। প্রায় ২লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই নলকূপ টি তৈরি করা হচ্ছে। এলাকার মানুষের চাহিদা মেনে এই কাজটি করা হলো। আর গ্রামে এই গভীর নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা।

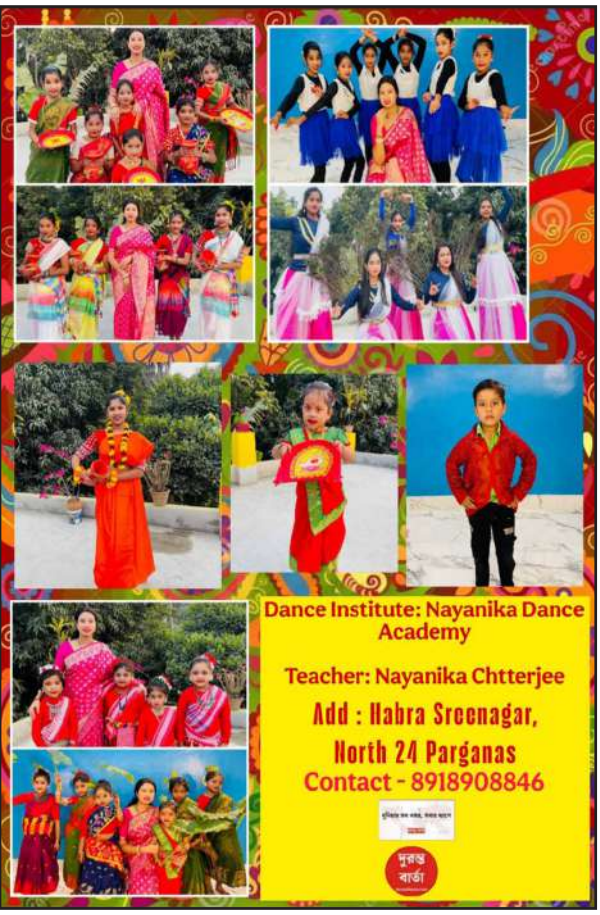
কুলপি ব্লকের তৃণমূলের দূর্নীতির চার্জশিট পেশ করলো বিজেপি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগে তুলে কুলপি ব্লকে চার্জশিট প্রকাশ করল বিজেপি। বিজেপির মথুরাপুর জেলা অফিসে রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে চার্জশিট প্রকাশ করা হয়। বিজেপির দাবি, বাংলার গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াইয়ে চার্জশিট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চার্জশিট প্রকাশ করে এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শতরূপা দাবি করেন, কাকদ্বীপ ও কুলপি শুধু একটি ভৌগোলিক নাম নয়, দূর্নীতির প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে শাসন না, শোষণের রাজনীতি কায়েম করেছে। তিনি এদিন চার্জশিটে উল্লেখ করেন দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে কুলপির পানীয় জল প্রকল্প। তৃণমূল সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে জলের তীর সংকটে তৃণছে গোটা এলাকা। করঞ্জলিতে ভাঙা সেতু সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কাজই শুরু করেনি প্রশাসন। গোটা কুলপি জুড়ে যনির্ভর গোল্গার টাকা নিজেদের অ্যাকাভঙ্ক ়ে ঢুকিয়েছে এলাকার তৃণমূল নেতারা। স্থল কর্মিটিতে নিজেদের লোক বসানো আর মেরামতির টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। স্থলগুলিতে মিড-ডে মিলের সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক দূর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দোকানদাররা। কুলপি বাজার আর আশেপাশের এলাকায় ড্রেন খনল করেছে তৃণমূল। ড্রেন দখল করে রাখায় ব্যাহত নিকাশি ব্যবস্থা, জলময় হয়ে পড়ছে গোটা এলাকা। দেয়ার গাছ কাটা হচ্ছে কুলপিতে। এলাকাবাসীদের বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি অকেজো। তৃণমূল প্রশাসনের এদিকে কোনও নজরই নেই তৃণমূল জমানায় কুলপির বহু গ্রামে এখন ও পৌঁছায়নি নিষুদ্র পানীয় জল, নেই শোচালয়ও। কুলপির সরকারি হাসপাতাল গুলোতে নেই পর্যাপ্ত ডাক্তার, নেই চিকিৎসা সরঞ্জাম। তৃণমূল শাসনে ভোটার জন্ম ভাতা আছে, ঘোঁষে থাকার জন্য ওষুধ নেই এই চার্জশিট কোনও সাধারণ কাগজের নাব্ভিল নয়। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের লুটের হিসাব, গরিব মানুষের অধিকার আত্মসাতের দলিল এবং ভোট লুট, টাকা লুট ও ক্ষমতায় অপব্যবহারের পূর্ণ খতিয়ান। এসআইআর ছাড়া কোনও নির্বাচন মেনে নেওয়া হবে না। এসআইআর প্রক্রিয়া ছাড়া ভোট হলে তা গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যঙ্গা হবে। অবাদ ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত না হলে রাস্ত্তপতি শাসনের দাবি জোরালো ভাবে তোলা হবে। এজন্য কুলপি ব্লকের এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বিজেপির দাবি, দূর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়তেই এই আন্দোলন চলবে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই লড়াই আরও তীব্র হবে।

সাংসদের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে শাসক তৃণমূল যোগদান



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : মথুরাপুর সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন বাড়ানোর লক্ষে একাধিক সভা চলছে। শনিবার বিকালে মথুরাপুর এক নং ব্লকের দেবীপুর পঞ্চায়েতের জ্ঞানেন্দ্র শিশু বিদ্যালয়দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের পাঁচালি বিষয়ক কর্মসূচী হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার, মথুরাপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, দেবীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আমির হোসেন লস্কর, মথুরাপুর এক নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি রাজ পুরকাইত সহ আরো অনেকে। এদিন দেবীপুর পঞ্চায়েতের বিরোধী দিগিআইএম ও বিজেপি থেকে ইছা সেন, পরিমল ভাভুরী, অনুপ মাধি, রাজেশ মন্ডল, রাজকুমার হালদার, শুভব্রংকর হালদারের নেতৃত্বে ২০০ জন কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এানিন তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে এদিন বিরোধী দল থেকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে জানানো সাংসদ বাপি হালদার। তিনি এদিন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছর ধরে উন্নয়নের পর উন্নয়ন করে চলছে। লক্ষীর ভাভুরেরের টাকা বৃদ্ধি করেছেন। মানুষের পাশে থাকেন তিনি। আর বিজেপি সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। তাই আগামী দিনেও দিদি আনানদের পাশে থাকবেন। তাই আবার দিদি ক্ষমতায় আসবে বিজেপি যতই চেষ্টা করুক। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন।



আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাৰ্তা

৩১ বৰ্ষ, দৈনিক ৭০ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ মাঘ, ১৪৩২

তালিকা সংশোধন না কি বিভাজনের স্থায়ী ছক?

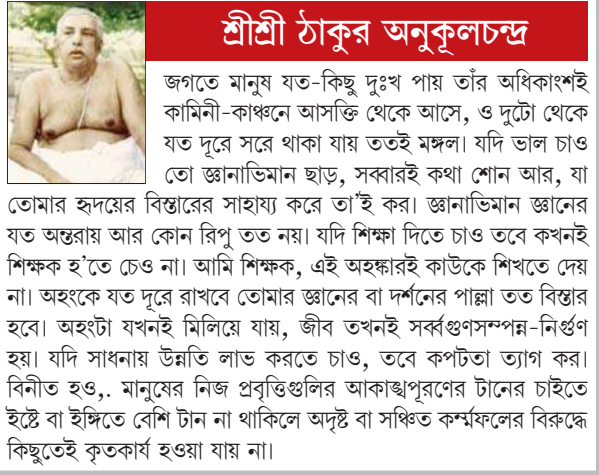
প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা ভালো, এসআইআৰ শুধুমাত্র মৃত ভোঁটার বাদ দেওয়া বা ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা জনতার কাগজপত্রের ভুলচুক ঠিক করে যথাযথ ভোটার তালিকা তৈরির ব্যবস্থা নয়। এই প্রক্রিয়ায় কে ভোটার আর কে ভোটার নয়, এই দায় প্রমাণের ভার একমাত্রিক ভাবে জনগণের ঘাড়ে। রাষ্ট্র শুধু প্যাঁচ কষতেই ব্যস্ত। আর আমজনতা তথ্য-উপাত্ত-প্রমাণ ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক শব্দের ভিড়ে শুধু উদ্বেগ বা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি মনে করেন নির্বাচন কমিশন একটি মানবিক হলেই ঝামেলা মিটবে, তা হলে সে গুড়ে বালি। কমিশন মানবিক না অমানবিক, বৃদ্ধ বা বিদ্বজ্জনের প্রতি কেমন আচরণ করেছে ইত্যাদি প্রশ্নের থেকেও বেশি জরুরি- আসলে এসআইআৰ-এর নামে রাষ্ট্র কেমন করে ‘হিন্দু’, ‘মুসলমান’ বিভাজনের নতুন ছক কষছে? যা আদতে কেন্দ্রের শাসক দলের রাজনীতিকে দীর্ঘস্থায়ী বৈধতা দেবে এবং আশু নির্বাচনে তাদের সহায়ক হবে। হঠাৎ ২০০২-এর ভোটার তালিকাকেই কেন মান্য সূচক হিসাবে ধরাচ্ছে? এর স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি কমিশনের থেকে। অথবা বলা ভালো, কমিশন যে উত্তর দিচ্ছে, সেই উত্তর যথেষ্ট নয়। ২০০২-কে মান্য হিসাবে চিহ্নিতকরণের ভেতরই একটি অসাম্য লুকিয়ে আছে। খুব সহজে উপস্থিতি-অনুপস্থিতিই মাপকাঠিতে জনতার বিভাজন করে সম্মিলিত প্রতিরোধের শক্তিতে খানিক ভাঙন ধরানো গেলা। এ তো গেল গোড়ায় গলদ। এবার ধরা যাক, যাদের নাম রইল কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে ঘটল

সম্পাদকীয়

গোলমাল, তাদেরও যেতে হবে শুনানির জন্য। সমস্যাটা এখানেই যে, প্রযুক্তির এই ক্রটি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে মানুষি হস্তক্ষেপ এবং সময় দরকার ছিল, তা না করে যন্ত্র-নির্ধারিত নিয়মকেই মান্যতা দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটা চালু থাকল। যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভুল এড়ানোর চেষ্টা করা হল না। এখানেই রয়ে গেছে কৌশলের গৃহ অভিশ্রা। সামান্য দৃষ্টিতে ‘চট্টোপাধ্যায়’ থেকে ‘চাটার্জী’, ‘মোহম্মদ’ থেকে ‘মোঃ’ অথবা বাঙালি মেয়ের বিয়ের পর ‘কুমারী’ থেকে ‘শ্রীমতি’, ‘নাসিমা বানু’ থেকে ‘নাসিমা বিবি’ হওয়া এমন কিছু না হলেও রাষ্ট্রের নথিতে তা সন্দেহের। এমনকি বাঙালি সমাজে মধ্যনামের ‘চন্দ্র’, ‘নাথ’, ‘রাম’ ইত্যাদি পূর্বজন্মের থাকলে, ছেলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তা গরমিলের তালিকায় উঠে যাচ্ছে। অথচ বাঙালি সমাজ, পদবির ইতিহাস নিয়ে ধারণা থাকলে এ প্রশ্ন ওঠারই কথা নয়। কিন্তু কমিশন এই সামাজিক বৈচিত্র্যকে নাকচ করে একটি এক রকমের ধাঁচা চাষ, যা রাষ্ট্রীয় ব্যাননে সমরূপ বর্ণ হিসেবে নথিবদ্ধ হবে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরূপিত এই বর্ণ সংখ্যার মাপে পক্ষ-বিপক্ষ, আমরা-তোমরা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হবে। ‘ডেটা’ হিসেবে ‘জনগণ’ যে এক আপাত-পরিসর তৈরি হবে, তা রাষ্ট্রের বহুল ব্যবহারে আদত পরিচয়কে ভুলিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। ১৮৭২ সালে ওপনিরেশিক রাষ্ট্রের প্রথম জনগণনায় ‘হিন্দু’ বা ‘মুসলমান’ যে ভাবে একটি সমসঙ্গ পরিচিতি হিসেবে নথিবদ্ধ হয় এবং উপমহাদেশের পরবর্তী রাজনীতিতে এই দুই পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা বর্তমান পরিস্থেক্তিতে ফিরে দেখা প্রয়োজন। জনগণনার নথি ও বিভিন্ন ভায়ে এ কথা উঠে এসেছে যে, বহু মানুষ ‘হিন্দু’ বা ‘মুসলমান’ পরিচয়ে অভ্যস্ত নয়। নিজের ধর্ম পরিচয় প্রসঙ্গে ‘ভিঙ্গি’, ‘সদগোপ’ ইত্যাদি নানা রকম পরিচয় নথিবদ্ধ করেছে। আসলে সামাজিক কাঠামোয় ব্যবহারিক পরিচয়ে যে পরিচিতিগুলি তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, সেগুলিকেই তারা গুরুত্ব দিয়েছে। এ কথা ঠিক যে মানুষ নানা রকমের পরিচিতি ধারণ করলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তার বিশেষ-বিশেষ পরিচয় প্রাধান্য পায়, যেটা শুধুমাত্র একক ব্যক্তির ‘চর্যে’ মাত্র নয়। জাতিভিত্তিক সমাজকাঠামোয় নিজেকে দেখার বয়ান স্পেন্সা-পরবর্তী রষ্ট্রীয় ভায়ে যে বদলে গেল, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করতে চাইছি। ওপনিরেশিক সরকার যে ভয়ের ভাণের গড়তে চাইছিল, সেখানে একটিই ‘ররকারি’ ছিল। উনিশ শতকের জনগণনা এবং আজকের এসআইআর হুবহু এক, এমনটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিস্তর ফারাক রয়েছে তাদের। কিন্তু পদ্ধতিগত ভাবে একটি জায়গায় মিল আছে যে, উভয় ক্ষেত্রে এক রকমের ‘হিন্দু’ বা ‘মুসলমান’ পরিচয় গড়ার চেষ্টা রয়েছে, যেখানে খুব সহজেই একটি ‘বাইনারি’ তৈরি করে ফেলা সম্ভব। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত কাঞ্চা ইলাহিয়ার ‘হোয়াই আই অ্যাম নট আ হিন্দু’ বইতে উঠে এসেছে ‘হিন্দু’ পরিচিতি গড়নের নতুন ইতিহাস। ইলাহীয়া জানান, ১৯১০-এর কালপত্র ‘ইস্রুদ্বাবাদী’ শক্তি আওয়াজ তোলে, যারা মুসলমান, খ্রিস্টান বা শিখ নয়, তারা সবাই হিন্দু। কিন্তু একজন ‘দলিত-বহুজন’ হিসাবে কাঞ্চা ইলাহীয়া এবং তার সমাজ কখনও উচ্চবর্ণের সঙ্গে যে ‘দলিত-বহুজন’-এর কোনও সম্পর্কই তৈরি হয়নি, তারা হঠা হয়ে পড়ল একই ‘হিন্দু’ বৃত্তের মানুষ। সামাজিক ইতিহাসের এই বহুত্বকে অস্বীকার করার রষ্ট্রীয় আয়োজনে সমসঙ্গ পলিতিতিতে দু’টি পক্ষ নির্ধারণের একটিই লক্ষ্য- শত্রু নির্বাচন। সেলাসের আগেই এসআইআর আসলে এমন এক বাছাই প্রক্রিয়া যেখানে ‘বহিরাগত’ হিসেবে শত্রু নির্ধারণ এবং তাকে নাকচ করা সম্ভব। সঙ্ঘ পরিবারের ২০১৫ সালের রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যেই এই ‘নিষ্কাশন’-এ কথা রয়েছে। অন্য সব প্রসঙ্গ মূলতুবি রোয়ে স্কেফ ৭ নং ফর্ম দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে মানুষকে। অথচ সে মাফ্যে জনেই পারবে না কে তার নামে কী আপত্তি করল। একতরফা নথিপত্র নিয়ে ঘুরতে হবে, নয় বেঘোরে মরতে হবে, যেমনটা হচ্ছে। ভেবে দেখলে স্বামী যুগা তৈরির উপায় এটা। সঙ্ঘ পরিবার প্রচার করছে, রাজ্যটা ‘বাংলাদেশ’ হয়ে উঠছে, ‘হিন্দু’ খতরে মৌ’ ইত্যাদি। এ দিকে সেলাস বন্ধ। কারণ জনগণনা হলে এই মিথ্যে প্রচারটা সহজেই ভুল প্রমাণিত হবে। এই যে মুসলমানরা দখল নিতে চাইছে, এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আসলে তথ্যগত ভাবেই ভুল। অগত্যা রষ্ট্রীয় নথিতে তাকে মান্যতা দেওয়া চাই। এই যে মুসলমান মানুষজন থাকা এলাকাগুলিতে শুনানির ডাক আসলে ৭ নং ফর্মের কল্যাণে, তাতে এই কথটি সহজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় যে সঙ্ঘ পরিবারের দাবি কেমন ভাবে সত্যি- ‘তোমার বঞ্চনার মূলে মুসলমান’। দেশের ৭৭-তম সাধারণতন্ত্র দিবসের সময় ‘সংবিধান’ বদলে দেওয়ার আশ্বাফলনে কি সেই অশনি সংকেত নেই?



পরিকল্পনা করাও আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ শুধু নিজেররেকে যজ্ঞবেদীর পাদদেশে উৎসর্গ করা। জাতি গঠনে একটুই আদর্শ রয়েছে, যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়, এবং এর মূল বিষয় হলো আত্মত্যাগের সাধারণ স্বার্থ। যদি সমগ্র ভারত প্রতিদিন সন্ধ্যায়, অন্ধকার নেমে আসার সময়, দশ মিনিটের জন্য একটামাত্র চিন্তা করেই সম্মত হয়, “আমরা এক। আমরা এক। ...-তাহলে যে শক্তি উপন্ন হবে, তা পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব।” যেসব ধারণা ও আদর্শ ভারতকে গঠন করেছে, সেগুলো কখনো কোনো আকস্মিক ও ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হয়নি। সেগুলো অবিচলিতভাবে বিকশিত হয়েছে, পুরোনো সত্যের ওপর নতুন আলোকপাতকে গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থেকেছে। এটি রক্ষণশীলতার সাথে মিশ্রিত আত্মীকরণের এক অসাধারণ বিশৃঙ্জোড়া উদাহরণ।



জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তাঁর অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে, ও দুটো থেকে বত দুরে সরে থাকা যায় ততই মন্দল। যদি ভাল চাও তো জ্ঞানান্ভিমান ছাড়, সকারাই কথা শোন আর, যা তোমার হৃদয়ের বিপ্লবের সাহায্য করে তাই করা। জ্ঞানান্ভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায় আর কোন রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনই শিক্ষক হ'তে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহঙ্কারই কাউকে শিক্ষতে স্নেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহট্টা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই স্বর্গপদসম্পন্ন-নির্গুণ হয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটিতা ত্যাগ করা। বিনীত হও, মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষাপূরণের টামের চাইতে ইষ্টে বা ইঙ্গিতে বেশি টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দের নারী ভাবনা এবং বর্তমান যুগে লিঙ্গসাম্যের বাস্তবতা

পি. দত্ত চৌধুরি

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক ভারতীয় চিন্তাবিদ যিনি জড়িত গঠনে নারীর মর্যাদা, শক্তি এবং অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর মতে, নারীর অবস্থার মূল্যায়ন না করে কোনো সমাজের প্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে বলেছিলেনঃ ‘নারীদের অবস্থার উন্নতি না হলে বিশ্বের কল্যাণের কোনো সম্ভাবনা নেই।’ বিবেকানন্দ নারী পুরুষের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্মদক্ষতায় নিম্নতর-এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের মধ্যে অপরিণীম অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, সুরক্ষা বা সহমর্মিতা নয়, বরং শিক্ষা ও স্বাধীনতাই হলো নারী-ক্ষমতায়নের প্রকৃত হাতিয়ার। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সামাজিক কুসংস্কার বা পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে নারীদের তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত। তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ ‘আদর্শ নারীত্বের ধারণা হলো পূর্ণ স্বাধীনতা’। এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে ব্যক্ত করা এই প্রগতিশীল আদর্শ সত্ত্বেও, সমসাময়িক সমাজে-বিশেষ করে পেশাদার এবং কর্পোরেট পরিবেশে-একটি উদ্ব্বেগজনক স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। আজ তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ অফিস বা প্রতিষ্ঠানেও নারীরা প্রায়ই ‘সফট টার্গেট’ বা সহজ শিকারে পরিণত হন। লক্ষ্য করা যায় যে, একই ধরনের ভুল বা বিচ্যুতি ঘটলে পুরুষদের ক্ষমা করে দেওয়া হয় বা নমনীয়ভাবে দেখা হয়, অথচ নারীদের ক্ষেত্রে কঠোর বিচার করা হয়-কখনও কখনও তা প্রতিহিংসামূলকও হয়ে ওঠে। এই বৈষম্যমূলক মানসিকতা আধুনিক পেশাদারিত্বের আবরণের নিচে লুকিয়ে থাকা গভীর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকেই উন্মোচিত করে। যদিও সংবিধানে লিঙ্গসাম্য শীকৃত এবং বিভিন্ন নীতিতে এটি আলোচিত হয়, বাস্তবে এর প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। সব কর্মক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক নয় টিকই, কিন্তু এ ধরনের মানসিকতার অন্তিত্ব নির্দেশ করে যে সমাজে আদর্শ ও একটি স্বপ্ন রয়েই রয়ে গেছে, বাস্তবায়িত হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও এক অবদমিত বিশ্বাস কাজ করে যে,

বিশেষ প্রতিনিধি

২০১৭ সালে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ‘ফেডারাল সিকিউরিটি সার্ভিস’ ঘোষণা করেছিল, উত্তর-পূর্ব ককেশাসভিত্তিক সন্ত্রাসীবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এক স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুষ্ঠানিক অবসান হয়। অবশ্য এই সংগ্রামের ঐতিহাসিক সূচনা প্রায় ৬০০ বছর আগে। তবে অনেকের মতে, রুশ সরকারে দারিও সঠিক নয়। অর্থাৎ চেকেনিয়াসহ উত্তর-পূর্ব ককেশাস অঞ্চলে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আজও পুরোপুরি দমন করা যায়নি। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরে মধ্যবর্তী ককেশাস অঞ্চল ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে। ককেশাস পর্বতমালার নামেই এই নামকরণ। আর এই উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত চেকেনিয়া। পশ্চিমে ইন্দুশেতিয়া, দক্ষিমে দাগেস্তান, উত্তরে রাশিয়া। বহু জাতির দেশ দাগেস্তান ও নাখ জাতির স্বভাজতিয় ইন্ধুশদের ইন্ধুশেতিয়াও চেকেনিয়ার মতো রুশদের অধীনে স্বায়ত্ত্বাধীন। তবে রুশদের অধীনতা মামতে আজও নারাজ চেকেন-ইন্ধুশ-দাগেস্তানিরা। ককেশাস পর্বতমালাকে বলা হয় এশিয়া ও ইউরোপে সীমানির্ধারনকারী। তবে ঐতিহাসিকভাবে এই সীমানা বাধা দিতে পারেনি কোনো হানাদার বাহিনী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। কিন্তু এইসব অভিমান ও আক্রমণ কখনোই খুব সহজ হকেনি, অনেক সময় সফলও হয়নি। বিশেষ করে, ককেশাসের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছোট্ট দেশ চেকেনিয়ার ক্ষুদ্র জাতি চেকেনদের ইতিহাস গৌরবেজ্জ্বল হয়ে আছে দখলদারদের প্রতিহত করবার উদাহরণ দিয়ে। বারশো শতকে মঙ্গোলদের দুর্বার আক্রমণ দুই দুই বার প্রতিহত করে চেকেন জাতি। পরের শতকে তৈমুর লঙের বাহিনীকেও পরাজিত করে তারা। এই প্রতিরোধকারী ঐতিহ্য থেকেই চেকেনদের মধ্যে যুদ্ধবন্দেহী মানসিকতার শুরু। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ইসলামী খিলাফত প্রথম দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করে। এসময় চেকেনিয়াও ইসলামের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু চেকেনিয়ায় ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রচার ও প্রসার শুরু হয় প্রায় এক হাজার বছর পরে, মোসলমা শতকে। এরপর থেকেই চেকেনরা ধীরে ধীরে ইসলামের ছায়াতলে জড়ো হয়। তবে চেকেনিয়ায় চেকেনদের নিজস্ব পৌত্তলিক ধর্মের প্রভাব থাকে উনিশ শতক পর্যন্ত। কিন্তু সুফি ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর চেকেনদের মধ্যে ক্রমে ইসলামী জাতীয়তাবাদের জন্ম নেয়, যা একই সময় ককেশাসের স্থানীয় অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৫০০ শতক থেকে উদীয়মান রুশ সাম্রাজ্য ককেশাসে প্রাধান্য বিস্তার শুরু করে। ককেশাসে পায়স্য সাম্রাজ্য ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রাধান্য খর্ব করতে রাশিয়া তাদের সাথে কয়েক শতক ধরে একাধিক যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছিল। ১৭০০ শতকের শেষ ভাগে উত্তর ককেশাসজুড়ে রাশিয়ার বিজয়ান্ভিমান শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিম ককেশাসের সিরকেশীয় জাতির উপর গণহত্যা চালানো হয়। অন্যদিকে চেকেনিয়াসহ উত্তর-পূর্ব ককেশাসে রুশ আশ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়বার মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর এর পিছনে প্রধান শক্তি ছিল স্থানীয়দের মধ্যে গড়ে ওঠা ইসলামী চেতনা। ১৭৮৫ সালে চেকেন ইমাম শেখ মনসুর ইসলামী জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পরাজিত হন। কিন্তু চেকেনসহ ককেশীয় মুসলিমদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ১৮২৮ সালে ককেশাস ইমামাত প্রতিষ্ঠা হয় চেকেনিয়া ও এর দক্ষিণে অবস্থিত দাগেস্তানে, যাতে পরে সিরকেশিয়ার আবজখা গোত্রও যোগদান করে। ইমামতের তৃতীয় ইমাম দাগেস্তানের কুমিক বংশোদ্ভূত অভার জাতির শামিল রুশদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ও যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করেন। তবে তাকে রাশিয়ার সাধারণ আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং মন্ত্রের

নারীর ‘আদর্শ’ বা ‘নিরাপদ’ স্থান হলো ঘর, অফিস নয়। এই বিশ্বাস বিবেকানন্দের দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যেখানে তিনি



নারীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সামাজিক এবং জাতীয় অগ্রগতির সমান অংশীদার হিসেবে দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ স্পষ্ট বলেছিলেন ১৮৬০-এর দশকে রাশিয়ার জার চেকেন ও ইন্ধুশদের স্বল্পে ভাগ করার নির্দেশ দেন। ধারণা করা হয়, ৮০ শতাংশ চেকেন ও ইন্ধুশ এ সময় দেশ ত্যাগ করে। তারা প্রধানত মুসলিম উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে (তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন) বসতি স্থাপন করে। তাদের দেশে রুশ কসাক সম্প্রদায়ের লোকদের বসত কারানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালে রুশ সাম্রাজ্য রুশ বিপ্লবের

‘একটি জাতির অগ্রগতির সেরা মাপকাঠি হলো তার নারীদের প্রতি আচরণ।’ এই প্রেক্ষাপটে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন-বা



‘জাতীয় যুব দিবস’ হিসেবে পালিত হয়-একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে। যদি নারী-ক্ষমতায়ন নিয়ে তাঁর আদর্শগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মস্থ বা বাস্তবায়িত না হয়, তবে এই ধরনের উদযাপনের প্রকৃত তাৎপর্য কী? তাঁর দর্শনকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ না করে ব্যবহার তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেনঃ

সারবত্তা আদৌ আছে কি? তাই বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন কেবল উৎসব নয়, বরং আত্মদর্শনের সূযোগ হওয়া



উচিত। এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষকে আত্মসমালোচনা করে খতিয়ে দেখতে বাধ্য করুক যে-তারা তাঁর মূল্যবোধসমূহ, বিশেষ করে লিঙ্গসাম্য এবং নারীর স্বায়ত্তশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি না। উপসংহারে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ নারী-ক্ষমতায়নের যে শক্তিশালী দার্শনিক

ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আজকের সমাজের। যতক্ষণ না কর্মক্ষেত্রগুলো প্রকৃত অর্থে



বৈষম্যমহীন হবে এবং নারীদের কোনো রকম পক্ষপাত ছাড়াই পুরুষের সমান মানদণ্ডে বিচার করা হবে, ততক্ষণ লিঙ্গসাম্য অপরূহি থেকে যাবে। বিবেকানন্দকে অর্থবহভাবে সম্মান জানানোর দাবি হলো কেবল তাঁর কথা মনে রাখা নয়, বরং সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

অধীনতা মানতে জানে না চেচেন জাতি

কাছেই পুনর্বাসিত করা হয়। ফলে চেকেন ও দাগেস্তানিদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরে। যদিও রাশিয়া প্রথমে চেকেনিয়া ও আশপাশের অঞ্চলগুলোকে স্বায়ত্ত্বশাসন দেয়ার কথা বলেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত উত্তর দাগেস্তানসহ চেকেনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে চেকেনরা ও ককেশাসের অন্য মুসলিমদের চাপা ফেলা বিদ্যমান থাকে। ১৮৬০-এর দশকে রাশিয়ার জার চেকেন ও ইন্ধুশদের স্বল্পে ভাগ করার নির্দেশ দেন। ধারণা করা হয়, ৮০ শতাংশ চেকেন ও ইন্ধুশ এ সময় দেশ ত্যাগ করে। তারা প্রধানত মুসলিম উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে (তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন) বসতি স্থাপন করে। তাদের দেশে রুশ কসাক সম্প্রদায়ের লোকদের বসত কারানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালে রুশ সাম্রাজ্য রুশ বিপ্লবের



মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ও রুশ গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বলশেভিকদের উত্থানের সময় চেকেন ও অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয়তাবোধ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এ সময় তারা রাজপন্থী সাদা বাহিনী ও কম্যুনিষ্ট লাল বাহিনী দু’পক্ষেরই বিরোধিতার মুখে। ১৯১৭ সালে চেকেনিয়া ইন্ধুশেতিয়া ও দাগেস্তানের সাথে মিলিত হয়ে ‘মাতুইস্টোস রিপাবলিক অব নর্দান ককেশাস’ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলো অনেকেই দেশটিকে স্বীকৃতি দেয়। দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাপা চেরমোয়েফ, একজন প্রখ্যাত চেকেন রাজনীতিবিদ। কিন্তু ১৯২১ সালে সোভিয়েতরা দেশটিকে আক্রমণ করে, আবারো দখলে নিয়ে নেয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ স্টালিন উত্তর ককেশাসের মুসলিম প্রধান ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে স্বায়ত্ত্বশাসনের আশ্রাস দিলেও পরে তা ভঙ্গ করে। চেকেন-ইন্ধুশদের মাতৃভূমি নিয়ে একটি ‘অটোনোমাস সোভিয়েত সোশালিস্ট রিপাবলিক’ (এএসএসআর) গঠন করা হয়। এর পর কম্যুনিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের নীতি মেনে সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে জমি বৈধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চেকেনিয়াসহ ককেশাস অঞ্চলও এর আওতাভা় আসে। চেকেনরা এর বিরোধিতা করলে দমন-নিপীড়নের স্বীকার হয়। ১৯৬২ সালে চেকেনরা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে

বলশেভিকদের তৎপরতায় তা দ্রুত ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই চেকেনিয়ায় নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে জাতীয়তাবাদিরা। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯৪১ সালে আডোলফ হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ককেশাস অঞ্চলেও অগ্রসর হয় তারা। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মতো চেকেনদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় নাৎসি বাহিনী। সামান্য কিছু চেকেন তাকে সাড়াও দেয়। কিন্তু যুদ্ধের পর জার্মানি পরাজিত হলে বলশেভিকরা চেকেন ও ইন্ধুশসহ অন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নাৎসি গণসহযোগিতার ব্যাপক অভিযোগ তোলে, যদিও অনেক ঐতিহাসিক। শান্তি হিসেবে সোভিয়েত সরকার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো লাখ লাখ চেকেন ও ইন্ধুশকে সাইবেরিয়া,



মধ্য এশিয়াসহ (বিশেষত কাজাখস্তান) বিভিন্ন এলাকায় গণবহিস্কার করে। এই প্রক্রিয়ার সময় হাজার হাজার চেকেন ও ইন্ধুশসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মৃত্যু হয়। চেকেন-ইন্ধুশ এএসএসআরকে বিলুপ্ত করে দেয়। রুশীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রুশসহ অগণিত অচেতনকে চেকেনিয়ায় বহিষ্কৃত চেকেন-ইন্ধুশদের ঘরে বসত করতে দেয়। ১৯৫৬ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ বিপ্লবানীকরণ করলে অন্যদের মতো নির্বাসিত চেকেনরাও নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু রুশীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে, আর তাই রুশ ভাষায় পারদর্শিতা না থাকায় নানা ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের শুরু হয়ে ১৯৯০ সালে চেকেন-ইন্ধুশ এএসএসআরের পক্ষ থেকে ‘ডিক্লারেশন অব স্টেট সভারেনিটি অব চেকেন-ইন্ধুশ রিপাবলিক’ প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্বিন্ধ্যাস প্রস্তাবের একটি অংশ, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি জাতির প্রজাতন্ত্র থেকে ৮০টি জাতিগত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হতো। কিন্তু ১৯৯১ সালে কম্যুনিষ্টপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান এই প্রচেষ্টা ভঙুল করে দেয়। ১৯৯১ সালে সময় জোখার দুর্য্যেভের নেতৃত্বে ‘চেকেন ন্যাশনাল কন্সপ্রে’ গঠিত হয়। দলটির সশস্ত্র কর্মীরা সেপ্টেম্বরে চেকেন-ইন্ধুশ এএসএসআরের সংসদ আক্রমণ

করে। এ সময় ‘কম্যুনিষ্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন’-এর স্থানীয় প্রতিনিধি ভিভালি কৃতসস্কো নিহত হন। ফলে চেকেনিয়া কার্যত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবৈধ ঘোষণা করার পরও অক্টোবর মাসে চেকেনিয়ায় রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর ভোটার স্বাধীনতার মধ্যে বিপুল ভোটে নির্বাচিত দুদ্যয়েভ ‘চেকেন রিপাবলিক অব ইচকেরিয়া’ নামে রাষ্ট্রের গঠন করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে সংযুক্ত রাশিয়ার জন্ম হয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ও তেল শিল্পের কেন্দ্র হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে রাশিয়ার নতুন সরকারও চেকেন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের দাবি, চেকেনিয়া কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্র ছিল না, ছিল রুশ প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসিত অংশ মাত্র। ১৯৯৪ সালে বোরিস ইয়েলতসিনের সেনাবাহিনী চেকেনদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আরো একবার চেকেনিয়াকে আক্রমণ করে। জনবল ও অস্ত্রস্ত্র সর্বদিক থেকেই রুশ সেনাবাহিনী অনেক এগিয়ে থাকলেও চেকেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে তারা না। অসুবিধার মুখে পড়ে। অন্য দিকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামবাদী চেকেন বিদ্রোহীদের হাতে বুদিননোভস্ক হাসপাতালের পণবন্দী সফ্টসহ একাধিক পণবন্দী সফ্ট ও সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়। ১৯৯৬ সালে দোদায়েভ নিহত হলেও চেকেন বিদ্রোহীরা গ্রোজনি পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এক শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ও সেনাপ্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ফলে চেকেনিয়া আইনত রাশিয়ার অংশ থাকলেও কার্যত রাশিয়া থেকে স্বাধীন থাকে। যুদ্ধের পর চুক্তিমাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত চেকেনিয়া পুনর্গঠনে রাশিয়া ব্যাপক অর্থসাহায্য পাঠায়। কিন্তু সীমাহীন দুর্নীতির কারণে তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছানি, বরং সরকার ও যুদ্ধেরতাদের পকেটে চলে যায়। অন্য দিকে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সঙ্গে ইসলামবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো নিয়মিত সংঘর্ষ লসতে থাকে। ১৯৯৯ সালের আগস্টে দাগেস্তানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ার বড় বড় শহরে একাধিক আপার্টমেন্ট বোমা হামলায় তিন শতাধিক লোক নিহত হয় এবং এক হাজারেও বেশি আহত হয়। এর দায় বর্তায় ইসলামবাদী চেকেন সন্ত্রাসীদের উপরে। যদিও কারো কারো মতে, রুশ গোয়েন্দা সংস্থাি ইসলামে এর পিছনে রয়েছে। অক্টোবর মাসে রুশ সরকার দ্বিতীয় বারের মতো চেকেনিয়ায় সৈন্য পাঠায়। কিন্তু এবার রুশ সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ফলে চেকেন সরকার ও চেকেন বিদ্রোহীরা এবার অসুবিধার মুখে পড়ে। যুদ্ধে রাশিয়ার প্রচুর সন্ত্রাসীরাও হতাহত হলেও, বরং পর্যন্ত তারা চেকেন বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ২০০০ সালে রুশদের হাতে চেকেন রাজধানী গ্রোজনির পতন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় চেকেন যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী চেকেন সরকার ২০০৭ ও ইসলামবাদী চেকেন বিদ্রোহীরা ২০০৯ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। মার্চে মার্চে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডেও সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে ২০০২-এ মস্কো খিযেটিয়ের পণবন্দী সফ্ট ও ২০০৪-এ বেসলান স্কুলে পণবন্দী সফ্ট উল্লেখযোগ্য। এসব সন্ত্রাসী হামলায় শত শত মানুষ নিহত হয়। অন্যদিকে ২০০৭ সালে ইসলামবাদী সন্ত্রাসবাদীরা ইন্ধুশেতিয়াতেও যুদ্ধ শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ককেশাস জুড়ে সন্ত্রাসবাদ শুরু করে ইসলামবাদী আল-কায়েদা ও পরবর্তীকালে আইসিস সমর্থকরা। অবশেষে ২০১৭ সালে দ্বািদ্ভারিত পুতিনের সরকার ককেশাস অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত বলে ঘোষণা দেয়। প্রায় ৬০০ বছর ধরে চলতে থাকা চেকেনিয়া ও চেকেনদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানেই থমকে যাবে কি না-এমন প্রশ্ন রয়ে গেছে সবারই মনে। এর উত্তর দেবে সময়ই।

এইটের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ। তাঁর নগ্ন ছবি ভাইরাল করার হুমকি। গ্রেফতার গৃহশিক্ষক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ক্যানিং থানা এলাকার। জানা যাচ্ছে, পড়া শেষের পর ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করতে নির্জন মাঠের মাঝখানে নিয়ে গেলে স্থানীয় মানুষজন জানতে পারে। তারপর তাড়া করে অভিযুক্ত শিক্ষককে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রাতের অন্ধকারে কোনও রকমে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরই নির্ধাতিতা ছাত্রীকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাকে একটি ঘরে রাখা হয়। সেই সঙ্গে পরিবারের লোককে খবর দেওয়া হয়। পরে কিশোরীকে নিয়ে আসে ক্যানিং থানায়। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তৃণমূল যুবনেতার বিরুদ্ধে উঠছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানাঘাট, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ জমানো টাকায় নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছিল বৃদ্ধ দম্পতি। সেই বাড়িতেই শান্তিতে সময় কাটাবেন বলে আশা করেছিলেন। সব মিলিয়ে কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল তাদের। কিন্তু বাড়ি-সম্পত্তি সবকিছ মায়। ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে হল বৃদ্ধ দম্পতিকে। নদিয়ার রানাঘাটের ঘটক দম্পতির কাছে এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কোটি টাকার সম্পত্তি প্রায় অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিয়ে রাজ্য ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে চলে যাবেন রঞ্জিৎ ঘটক ও অঞ্জলি ঘটক। মারধর করা থেকে শুরু করে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। থানায় জানিয়েও কোনও সুবিধা হয়নি বলে অভিযোগ। পাশ্চাৎ বাড়তে থাকে অত্যাচার। বাধ্য হয়েই কোটি টাকার উপর সম্পত্তি অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। রঞ্জিৎ ঘটক জানান, দিনের পর দিন তাঁদের হুমকি দেওয়া হত, মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির

স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে কথা বলতেই কেড়ে নেওয়া হল শিক্ষকের মাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শীতলকুটি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে বলতে গিয়ে মঞ্চ থেকেই নেমে নেত হল শিক্ষককে। কেড়ে নেওয়া হল মাইক। অভিযোগ শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে। শীতলকুটিতে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের এক সভা থেকে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক পরিকাঠামো নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন ইয়াসিন মিয়া। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওই শিক্ষক বলেন, “যাদের সামর্থ্য আছে তাঁরা বেসরকারি জায়গায় যায়। কিন্তু যাদের টাকা নেই তাঁদের সরকারি জায়গায় আসতে হয়। এদিকে সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের অনুপাতে শিক্ষক নেই। এটা সরকারকে দেখতে হবে। শিক্ষকদের আসি যাই মাইনে পাই মানসিকতা থেকে সরে আসতে হবে।” এদিকে যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি বক্তব্য রাখার কিছু সময় পর থেকেই বারবার তাঁকে বক্তব্য ছোট করতে বলা হয় পাশ থেকে। কিন্তু তিনি বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত মাইকটাই কেড়ে নেওয়া হয়। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক তৃণমূল শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে নিউ গোসাইনহাট নিউটাউন প্রাইমারি স্কুলের মাঠে চলছিল সেই সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসির চেয়ারম্যান রজত বর্মা, কোবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান গিরেন্দ্রনাথ বর্মণ। তাঁদের সামনেই ঘটে গোটা ঘটনা। এ বিষয়ে ডিপিএসি চেয়ারম্যান রজত বর্মাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “ওই শিক্ষক একই কথা বারবার ঘুরিয়ে মাইকে বলার কারণে তার হাত থেকে মাইক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।”

মমতার প্রস্তাবিত রেলপ্রকল্প আটকে রাজ্যেরই কারণে! বড় অভিযোগ রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ জমি জটে আটকে রেলপ্রকল্পের কাজ। রাজ্য প্রশাসনের অসহযোগিতার দিকে আঙুল তুলেছে রেল। জমি জটের কারণে নন্দীগ্রাম দেশপ্রাণ প্রকল্পের কাজ থমকে আছে বলে রেল সূত্রে খবর। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় কি এই প্রকল্পকে অঁখে জলে ঠেলে দিচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন। মূলত, ২০১০ সালে জানুয়ারিতে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম দেশপ্রাণ রেলপ্রকল্পের সূচনা করেন। সাড়ে আঠারো কিলোমিটার রেলপথের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে রেল। ৮৯৬টি প্লট অধিগ্রহণ করতে পারলেও বাকি ১৩৯টি প্লট এখনও হাতে পায়নি রেল। বস্তুত, বিধানসভা ভোটের আগে নন্দীগ্রামের বাসিন্দারা আশার আলো দেখতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের রেল প্রকল্প নিয়ে। কিন্তু তাতে কোথাও কার্বত নাড়ি পড়ে যাওয়ার উপক্রম তৈরি হয়েছে। নন্দীগ্রামের এই ১৮.৫ হৈরি

প্রকল্পের মধ্যে সরাসরি রেল পরিষেবাপৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন ছিল ১০৩৬ প্লট জমির। দীর্ঘ লড়াইয়ের



পর ৮৯৩ প্লট জমি দক্ষিণ-পূর্ব জোন রেল অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হলেও বাকি ১৩৯ প্লট জমি রাজ্যের কাছে বারবার করে আবেদন করেও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে খবর, এই ১৩৯ প্লট জমির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রয়েছে

৯৮ প্লট এবং বাকি ৪৫ প্লট রয়েছে রাজ্য সরকারের। এগুলির কোনওটিই পাওয়া যাচ্ছে না বলে রেলের তরফে

লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এছাড়া দিঘা-তমলুক রেল রুটকে দেশপ্রাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা



সরাসরি রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। **এই রেলপ্রকল্প হলে কী কী সুবিধা হবে?** এই রেল প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে দেশপ্রাণ স্টেশনের মাধ্যমে দিঘা-তমলুক

সম্ভব হবে। নন্দীগ্রামে সরাসরি রেল পরিষেবা পৌঁছে যাবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের কর্তারা জানিয়েছেন, প্রায় চার থেকে পাঁচবার চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনকে। শেষ চিঠি দেওয়া হয়েছে গত ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু একটারও উত্তর আসেনি বলে

অভিযোগ রেলের। শুধুমাত্র জমির কারণে গোটা রেল প্রকল্প এখন অঁখে জলে। অথচ নন্দীগ্রামের এই রেল প্রকল্পের জন্য প্রায় ২১০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। দক্ষিণপূর্ব রেলকর্তাদের বক্তব্য, অধিগৃহীত জমিগুলিকে নতুন করে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর নন্দীগ্রামের দিক থেকে দেশপ্রাণ অভিমুখে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কত দিনে শেষ হবে প্রকল্পের কাজ? শাসক দল অবশ্য রেল প্রকল্পের এবং আটকে রাখার বিষয়টি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে এড়িয়ে গিয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরাধী দলনোতাকে কোনও মতেই প্রচার দিতে চাইছে না তৃণমূল সেই কারণেই এই ধরনের অসহযোগিতা। দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা বলেন, “জমি না পাওয়ার কারণে এবং লোকাল লোকজনের বাধার কারণে প্রোজেক্টে দেরী হচ্ছে। খুবই সমস্যা হচ্ছে।”

‘৩০০০ টাকায় কিছুই হয় না, অন্তত ৫০০ বাড়াতে পারত’, ভাতা না বাড়ায় ভোটের মুখে ক্ষোভ বাড়ছে ইমামদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আশা কর্মী থেকে অঙ্গনওয়ারি, সিভিক ডলারিটির, বেড়েছে সকলেরই সাম্যানিক। ভোটের আগে ভাতা-রাজনীতি নিয়ে যখন ক্রমেই তপ্ত হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা তখন ভাতা। কিন্তু বাড়েনি ইমাম-মোয়েজ্জেমদের। তা নিয়েও শুরু

হয়েছে তরজা। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন এর ফলে যারপরনাই ফুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় অংশের মানুষ। আশা কর্মীদের ভাতা বেড়েছে ১০০০ টাকা। যদিও তাতে চিড়ে যে খুব একটা ভেজেনি তা তাঁদের লাগাতার ক্ষোভ প্রকাশ থেকেই স্পষ্ট। খুশি নন মিড েড ক্লাস কর্মী থেকে পাশ্ শিক্ষকরাও। এবার

ক্ষোভের তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন মোয়াজ্জেমরাও। জলপাইগুড়ি গরাল বাড়ি মসজিদের ইমাম জাহিরুল ইসলাম। ইনি তৃনমূল প্রভাবিত ইমাম সংগঠনের জলপাইগুড়ি সার্ব ব্লক সভাপতি। জাহিরুলবাবু স্পষ্ট বলছেন, “আমরা তৃণমূল দল করি। এবারের রাজ্য বাজেটে সকলের কম-বেশি ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আমাদের জন্য কিছুই করল না সরকার। যেই হারে বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়েছে তাতে মাসে ৬০০০ ভাতায় কিছু হয় না। অন্তত ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করলেও বুঝতাম সরকার আমাদের জন্য নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা করেছে।” জলপাইগুড়ি চরক ডাঙি জামা মসজিদের মোয়াজ্জেম আব্দুল মজিদ বলেন, “বাজার তো অগ্রসূর। তাতে এই সামান্য ভাতায় কিছুই হয় না। আমাদের ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত ছিল।” প্রসঙ্গত, পুরোহিতদের মতো

মোয়াজ্জেমরাও মাসে দেড় হাজার টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে ক্ষোভ বাড়ছে ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের মনেও। আজিদা খাতুন বলেন, “ইমামেরা সারাদিন ধরে প্রচুর মানুষের উপকার করেন। তাঁদের ভাতা বাড়বে না কেন?” আনোয়ার হোসেন, ফজরুল হক বলেন সরকার এখন ইমামদের মাসে হাজার তিনেক টাকা দেয়। কিন্তু এই টাকায় কিছুই হয় না। অন্তত ৬-৭ হাজার টাকা মাসিক ভাতা হওয়া উচিত। তৃনমূল প্রভাবিত ইমাম সংগঠনের নেতার মুখে ভাতা বৃদ্ধি না হওয়ায় হতাশার সংবাদ চাউর হতেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে জলপাইগুড়িতে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মঞ্জুরী সদস্য জামিনার আলী বলছেন, “সবার ভাতা কমবেশি বৃদ্ধি হকেও ইমামদের ভাতা বৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু এই ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত ছিল।” একইসঙ্গে

কটাক্ষের সূরে তিনি বলেন, “রাজ্যের বাজেট দেখে মনে হল এটা তৃনমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার। ভাতা নিয়ে সমস্যা, চাকরি না হওয়া, সব কিছুর প্রভাবই এবারের ভোটে প্রজন্ম।” খোঁচা দিতে ছাড়ছে না বিজেপিও। বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য পলেন ঘোষ বলছেন, “বাজেট নিয়ে সমাজের অনেক অংশেই ক্ষোভ বাড়ছে। ভোটে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এবারে তৃণমূল বিদায় নিচ্ছেই।” যদিও বিরোধীদের কথায় কান দিতে নারাজ শাসকদল। তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য পল হাসান প্রধান বলেন, “অনেকের ভাতা বাড়লেও ইমাম-মোয়াজ্জেমদের ভাতা বৃদ্ধি হয়নি। এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আমরা আশাবাদী সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়ে ভাববে। কিন্তু এর প্রভাব ভোটে পড়বে না। কারণ ইমাম ভাতা তো মমতাই চালু করেছিলেন।”

রূপনারায়ণ নদের উপর নতুন সেতুর জন্য দিঘি ভরাট রেলের, সমস্যায় ফুলবাজারের নিকাশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদের উপর নতুন রেলসেতু তৈরি হচ্ছে। সেতু তৈরির জন্য কোলাঘাট স্টেশনের পাশে একটি বিশাল দিঘির একাংশ ভরাট করতে শুরু করেছে রেল। কোলাঘাট ফুলবাজার-সহ স্টেশন লাগোয়া এলাকার জল নিকাশির অন্যতম উপায় ওই দিঘি। কিন্তু দিঘি ভরাটি করা হলে ফুলবাজারের নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। আগামী বর্ষায় ফুলবাজারে নিকাশি নিয়ে ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ীরা। এই নিয়ে রেলকে স্মারকলিপি দিল কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন

সমিতি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়াপুর শাখায় কোলাঘাট এবং হাওড়ার নদ উপালার মধ্যে রয়েছে রূপনারায়ণ নদ। কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদে রেলের দু’টি সেতু রয়েছে। একটি সেতুর উপরে রয়েছে দু’টি লাইন-ভাউন এবং মেনা। অন্য সেতুর উপর দিয়ে গিয়েছে আপ লাইন। ১৯০০-য় বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে চালু হওয়ার সময় সেতু দু’টি তৈরি হয়েছিল। গত বছর মে মাসে ১২ বছরের পুরনো সেতুর ডাউন লাইনে লোহার বিমে বড়সড় ফাটল দেখা দেয়। প্রাথমিক ভাবে রেল ওই ফাটল মেরামত করলেও সেতুর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার জরুরি। সেক্ষেত্রে ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তাই রেল



দিকে ৯০ মিটার দূরত্বে শুরু হয়েছে ওই নতুন সেতু তৈরির কাজ। কোলাঘাট স্টেশন লাগোয়া এলাকায় রেলের জমিতে একটি দিঘি রয়েছে। যার আয়তন প্রায় ২০ বিঘা।

অভিযোগ, সেতুর জন্য নদের বালি দিয়ে দিঘির একাংশ ভরাট করেছে রেল। কোলাঘাট স্টেশনের ১ নম্বর প্রাটিকর্মের পাশে রেলের ১৪৬৯ বর্গমিটার জায়গার উপর বসে ফুলবাজার। ফুলবাজার-সহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকার জল নিকাশি হয় ওই দিঘি দিয়ে। দিঘি ভরাটের ফলে নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হবে ফুলবাজারে। প্রতি বছর বর্ষায় দিঘির জলে ফুলবাজারের একাংশ ডুবে যায়। দিঘি ভরাট হলে ফুলবাজারের জল বেরোতে পারবে না বলে দাবি ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ীদের। এই পরিস্থিতিতে দিঘি ভরাট বন্ধের পাশাপাশি কোলাঘাট ফুলবাজারের নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজার দাবিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের

খড়াপুরের সিনিয়র এডিএন (অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার) সন্তোষ কুমারকে স্মারকলিপি দিল কোলাঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতি। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, “কোলাঘাট ফুলবাজারে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী আসেন। ফুলবাজার সংলগ্ন দিঘিটি ভরাট করা হচ্ছে। এর ফলে ফুলবাজারের নিকাশি ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে। দিঘি ভরাট বন্ধ হোক। ফুলবাজারের নিকাশি সচল রাখতে পদক্ষেপ করুক রেল।” সন্তোষ কুমার বলেন, “শিগগিরই কোলাঘাট ফুলবাজার পরিদর্শন করে এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।”

জাপান হয়ে যাচ্ছে সিকিম?

ক্রমাগত ভূমিকম্পের পিছনে ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ ঘাপটি মেরে বসে নেই তো?

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সিকিম যেন জাপান! একের পর এক ভূমিকম্পে কঁপে উঠছে সিকিম। শনিবার রাতের আবার ভূমিকম্প হল সিকিমে। গত ৬০ ঘট্টায় ২৬টি ভূমিকম্প হয়েছে সিকিমে। আর সিকিমের ভূমিকম্পের জেরে বারবার কঁপেছে উত্তরবঙ্গও এত ঘনঘন ভূমিকম্প কি কোনও অশনী সঙ্কেত দিচ্ছে? শান্ত পাহাড়ি রাজ্য সিকিম। তবে বিগত কয়েকদিনে ঘনঘন ভূমিকম্পের পর সিকিমকে এখন কেউ কেউ জাপানের সঙ্গে তুলনা করছেন। গতকাল সন্ধ্যে ৬টা ৩৪ মিনিটে প্রথম নামচিতে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৯। এরপর সন্ধ্যে ৬টা ৩৫ মিনিটে গেলসিংয়ে ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এরপরও নামচি-মঙ্গনে ছোট ছোট পাঁচটি ভূমিকম্প হয়। উত্তর সিকিমের মঙ্গনই ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ২.৩। তৃতীয় কম্পনটাও হয় আরও দু’মিনিট পর, ৭টার দিকে। কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৬। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভূমিকম্পে কাঁপছে সিকিম। জাপান যেমন ঘনঘন ভূমিকম্পে কঁপে ওঠে, তার মতোই বারবার ভূমিকম্পে কঁপে উঠছে সিকিমও। গত ৬০ ঘণ্টায় ২৬টি এমন ধারাবাহিক ভূমিকম্পে বিরল, বলছেন বিশেষজ্ঞরাও। এই ছোট ছোট ভূমিকম্প কি বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত? বাড়ছে জল্পনা। নাকি ক্রমাগত শক্তি বেরিয়ে শান্ত হবে ভূগর্ভ? উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের



তালিকায় সমগ্র হিমালয়, দার্জিলিং, সিকিম অতি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এত ভূমিকম্পে শক্তি বেরোচ্ছে টিকই, কিন্তু তাতে বিপদ কমছে বলা যাবে না। বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকছেই। গত ৬০ ঘট্টায় সিকিমের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্প হয়েছে। যার প্রভাব এদিকেও পড়েছে।” কিন্তু কেন হঠাৎ এত ভূমিকম্প? রঞ্জন রায়ের বক্তব্য, “তিস্তায় জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্মে জলাধার নির্মাণ, যত্রতত্র ভেঁদা, পাহাড়ের অদূরে রেলপথ তৈরি করতে ডিমামাইট ফাটিয়ে গুহাপথ তৈরি ইত্যাদির ফলে দুর্বল শিলাস্তর কোথাও কোথাও আরও দুর্বল হচ্ছে। তাছাড়া এলাকাটি ভূকম্প মানচিত্রে ৫ থেকে ৬ সিসমিক জোনে চলে গিয়েছে। ফলে

এলাকাটি এখন অতি ভূমিকম্প প্রবণ হয়ে উঠেছে। চ্যুতিপ্রবণ এলাকা হওয়ায় ফলে বিপদের আশঙ্কা থাকছেই। বড় ভূমিকম্প হলে তার প্রভাবে বাংলার উত্তরের

এখানে অনেক নির্মাণ কাজ হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অবৈজ্ঞানিক। তিনতাল্লি উপরে বাড়ি তৈরি করা যায় না। সেখানে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। অনুমতি



জেলাগুলিতেও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।” কেন এত ভূমিকম্প? তিনি বলেন, “মতি ভাল করে দেখেন তিস্তায় যেভাবে লো ড্যাম প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে, সেগুলির পর ভূমিকম্প হচ্ছে। একটা কারণ হতে পারে, তিস্তার প্রজেক্টে প্রচুর জলধি রাখা হচ্ছে, সেই জলের চাপ থেকে ভূমিকম্প হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এখানকার মাটি ভঙ্গুর। আর তাছাড়া

নেই যেখানে, সেখানেও কাজ হচ্ছে। এগুলো তো চিন্তার। যে কোনও দিন বড় বিপদ ঘটতে পারে। হেট ভূমিকম্পে চাপ কিছুটা মুক্ত হলেও, পাতের সংস্পর্শে ভূমিকম্প হলে, তা থেকে ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।” অন্যদিকে, শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ভূগোল অধ্যাপক রঞ্জন সরকার এই ঘনঘন ভূমিকম্প নিয়ে বলেন, “ভূমিকম্প প্রাকৃতিক

Office of the

ANTILA GRAM PANCHAYAT

Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah

Tender Reference Number:

i) AGP/eNIT/14/25-26 ii) AGP/eNIT/15/25-26

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 5(Five) different works. Bid submission start date: 09.02.206 at 10.00 Hrs. Bid submission closing date: 16.02.2026 at 10.00 Hrs. For details please visit website <https://wbtenenders.gov.in>

Sd/- Pradhan

Antila Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি		DSP
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েয়ারনেস প্রোগ্রাম (“আইএপি”)–এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিসএপি মিউয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপঃ		MUTUAL FUND
দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Monday, 9th Feb 2026	Ludlow Jute Mill, Chakashi, Chengail, Howrah, West Bengal 711308	1:00PM

সমস্ত আইএপি সফক্ষে আপগেটের জন্য ডিজিট কলন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসকোজারের জন্য, ডিজিট কলন dspim.com/IED. ডিসএপি মিউয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিফা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংকল্পে সমস্ত নথিগত যত্ন স্বাক্ষরে পড়তে দিন।**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work : NIT No. : KMC/EE(C)/IX/071/082/2025-2026/R Name of work : Repairing of paver block footpath and road surface from 68A Harish Mukherjee Road to 15B Gobinda Bose Lane disturb by Water Supply Dept. in Ward No. 071; Estimate Amount : ₹ 2,97,329.53 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 60 Days; Last date and time of submission of bid : 14.02.2026 - 12 Noon; Tender will be opened on : 16.02.2026 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 06.02.2026 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	21 Days; Last date and time of submission of bid : 16.02.2026 - 2 pm; Tender will be opened on : 18.02.2026 - 2 pm; The bid forms and other details are available on and from 07.02.2026 (2 pm) from the website https://wbttender.gov.in
The Executive Engineer (Civil) / Br.-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work : (1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/071/25-26/UTTARAN Name of work : Development of C.C. Road at Mallickpur (Slum Area) near H/O Pradip Bag in Ward No. 142; Estimated Cost : ₹ 4,93,068.61 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00. (2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVII/126/056/25-26/UTTARAN (2nd Call) Name of work : Improvement of C.C. Road at Khrya Para Slum Area near Pre. No. 775 in Ward No. 126; Estimated Cost : ₹ 4,49,285.10 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 30 Days (For Sl. No. 1 & 2). (3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-008/25-26 Name of work : Deployment of three Nos. of labours per day for allotted one No. of Water jet pressure machine mounted on tri cycle van with stainless steel water tank under CME (Civil) Br.-XVI; Estimated Cost : ₹ 1,71,482.85 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 4,000.00; Period of completion : 365 Days; Last date and time of submission of bid : 16.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3); The tender will be opened on and from 07.02.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from 16.02.2026 (From 5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	The Executive Engineer (Civil) / Br.-XI, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works : (1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/112/065/25-26/R (2nd Call) Name of work : Renovation of asphaltum road at H.L. Sarkar Firm from H/O Aparna Apartment to H/O Laltu Dey in Ward No. 112, Br.-XI; Estimated Value : ₹ 3,93,925.84 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 7,900.00; Time of completion : 35 Days (2) NIT No. : APAS/112/152/241/02/016/25-26 Name of work : Renovation of road at 6, Bidhan Pally, 33 Bidhan Pally and allied work in Ward No. 112, Br.-XI; Estimated Amount : ₹ 1,75,283.24 (Incl. GST & CESS); Work outside tender : ₹ 2,18,590.00; Earnest Money : ₹ 3,600.00. (3) NIT No. : XI/112/056/2025-26/R (2nd Call) Name of work : Maintenance of drainage adjacent work at Bande Ali Pally, Northan Park etc. in Ward No. 112, Br.-XI; Estimated Amount : ₹ 1,95,429.96 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 4,000.00; Period of completion : 45 Days (For Sl. No. 2 & 3); Last date and time of submission of bid : 16.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3); The tender will be opened on : 18.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from 07.02.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3) from the website https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).
The Executive Engineer (Civil) / Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work : NIT No. : KMC/XIII/115/90/25-26 (1st Call) Name of work : Maint. of C.C. pavements by providing C. Conc. works at different places in Ward No. 115; Work Value : ₹ 2,44,208.93; Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of completion : 30 Days; Last date of submission of bid : 18.02.2026 (Upto 11 am); Tender will be opened on : 20.02.2026 (11 am); The bid forms and other details are available on and from 10.02.2026 (From 5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	CORRIGENDUM NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/25/25-26/209 (1st Call) published in this Newspaper on 17.01.2026 (Key No. : 1981/25-26) of Water Supply (S.S. Unit) Department (Sl. No. 1); Last date and time of submission of bid will be read as 12.02.2026 - 2 pm instead of 31.01.2026 - 2 pm; Tender will be opened on 16.02.2026 at 5 pm; Tender will be opened on 16.02.2026 at 5 pm; All other criteria remaining same. 2179/25-26

লাঙলের ফাঁকে কবিতা, মাঠের বুকেই মঞ্চ, ভাইরাল বাংলার ‘কবিতাওয়ালা’ আজিবর মণ্ডল



বিশেষ প্রতিবেদক : বাঁ চকচকে আলো নেই, দামি মাইক নেই, নেই কোনও সাজানো মঞ্চ বা সাজিতাসভা। চারদিকে শুধু খোলা মাঠ, কাদামাখা জমি, হাতে লাঙল-আর চাঁটে কবিতা। সেই খবটাই আজ মন ছুঁয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ বাঙালির। চায়ের কাজ করতে করতে আপন খেয়ালে কবিতা আবৃত্তি করা করিমপুরের কৃষক আজিবর মণ্ডল আজ সোশ্যাল মিডিয়ার এক নতুন বিশ্ময়-বাংলার ‘মাখায় গামছার ফেটি, মুখে মুদু হাসি, চোখে এক ধরনের নির্ভর শান্তি। জমিতে কাজ করতে করতেই অবলীলায় আবৃত্তি করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা, কখনও জীবনানন্দ দাশ, কখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোনও নাটকীয়তা নেই, নেই অভিনয়ের চেষ্টাও। তবু তাঁর কণ্ঠে কবিতার যে সহজতা আর আন্তরিকতা-তা যেন সোজা গিয়ে লাগে মানুষের মনে। গ্রামের স্কুল থেকে কলেজ, তারপর চায়ের পথ নৈকিয়া জেলার করিমপুরের নাজিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শুরু আজিবর মণ্ডলের। এরপর নন্দদলপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ে ২০০০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই ভর্তি হন বেতাই ডঃ বি আর আশ্বেদকর কলেজে। কলেজজীবন শেষ হওয়ার পর অনেকের যখন শহরমুখী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তখন আজিবর নিজের শব্দকেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পেশা হিসেবে তিনি বেছে নেন চাষাবাস। মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু জীবিকার নয়, আত্মিক। দিনের পর দিন জমিতে কাজ করতে করতেই কবিতার লাইন আপনমনে ভেসে উঠত তাঁর মনে। ক্লান্ত শরীর, ঘামে ভেজা

জামা-সবকিছুর মধ্যেই কবিতাই ছিল তাঁর আশ্রয়। কবিতা-শখ থেকে আত্মপরিচয়-আজিবর ছোটবেলা থেকেই কবিতা ভালোবাসতেন। কবিতা লিখতেও ভালোবাসতেন, আবার পড়তেও। কিন্তু কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি শেখার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ তাঁর হয়নি। সংসার, কাজের চাপ, জীবনের দায়-সব মিলিয়ে সেই ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। তবু কবিতা তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি। জমিতে কাজ করতে করতে, একা একা কবিতা আওড়াতেন। সেই দৃশ্যটাই একদিন বদলে দিল তাঁর জীবন। কিছুদিন আগে, চায়ের জমিতে বসেই একটি কবিতা আবৃত্তির ভিডিও রেকর্ড করেন তিনি। কোনও পরিকল্পনা ছিল না, কোনও কৌশলও নয়। স্রেফ মন যা বলেছে, তাই করেছেন। সেই ভিডিও তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেন। তারপর যা ঘট্টে, তা যেন রূপকথার মতো। রাতারাতি ভাইরাল। ভিডিও পোস্ট হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একের পর এক শেয়ার, মাটির গন্ধ আছে এই কণ্ঠে, মাঠের মধ্যেই আসল মঞ্চ। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আজিবর মণ্ডল পরিচিত হয়ে ওঠেন ‘কবিতাওয়ালা’ নামে। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই বাড়ে যে তিনি আলাদা করে ‘কবিতাওয়ালা’ নামেই একটি ফেসবুক পেজ খোলেন। গত ১০ জানুয়ারি পেজটি খোলার পর মাত্র কয়েক সপ্তাহেই ফলোয়ার সংখ্যা পৌঁছে যায় প্রায় দেড় লক্ষে। আলো-আয়োজন নয়, সারল্যই শক্তি-আজিবরের ভিডিওগুলিতে কোনও বাঁ চকচকে আলো নেই। ক্যামেরার সামনে সাজগোজ নেই। যা আছে, তা হল বাস্তবতা। খোলা মাঠ, মাটির রং, আর একজন সাধারণ মানুষ-যিনি কবিতাকে ভালোবাসেন। এই সারল্যই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। শহুরে কোলাহল আর কৃত্রিমতার ভিড়ে মানুষ যেন খুঁজে পেয়েছে এক টুকরো বিশুদ্ধতা। টেটুনিয়ায় তাঁর সাবলীল আবৃত্তি

সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কবিতার জন্য’, জীবনানন্দ দাশের ‘আসিব ফিরে’ কিংবা রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘কালজয়ী কবিতাগুলি তাঁর কণ্ঠে যেন নতুন করে প্রাণ পায়। সামাজিক কাজেও সমান সক্রিয়- আজিবর শুধু কবিতার মানুষ নন। তিনি এলাকার নানা সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত। রক্তদান শিবির হোক বা সমাজসেবামূলক উদ্যোগ-সবেতেই তাঁকে পাশে পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষ তাঁকে শুধু একজন কবিতাপাঠক হিসেবে নয়, একজন আপনজন হিসেবেই দেখেন। এই জনপ্রিয়তার পরও তাঁর জীবনে খুব বেশি কিছু বদলায়নি। এখনও তিনি প্রতিদিন মাঠে যায়, চাষ করেন। এখনও মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট। জনপ্রিয়তা নিয়ে ভয়, তবু তৃপ্তি- ভাইরাল হওয়ার পর নানা জায়গা থেকে ডাক আসছে, প্রশংসা আসছে। কিন্তু এই ব্যাতি নিয়ে আজিবরের মনে এক ধরনের ভয়ও কাজ করে। খুব সোজাগাটা ভাষায় তিনি বলেন, আমার কবিতা পাঠ যে সকলের ভালো লাগছে, তাতেই আমি খুশি। কিন্তু আমার ভয় লাগে।

অমি তো মাঠের লোক। বেশি উপরে উঠলে সামলাতে পারব না। হাসিমুখেই তিনি যোগ করেন,এই বেশ ভালো আছি। এই কথাগুলো গড়গড় করে বলেই আবার মন দেন চায়ের কাজে। যেন জনপ্রিয়তা নয়, কাজটাই তাঁর কাছে আসল।কবিতা যখন মানুষের কাছে ফেরে-আজিবর মণ্ডলের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, কবিতা এখনও মানুষের জীবনে জায়গা করে নিতে পারে-যদি তা হয় সহজ, স আর মাটির কাছাকাছি। তাঁর কণ্ঠে কবিতা কোনও আলংকারিক প্রদর্শন নয়, বরং জীবনের স্বাভাবিক অংশ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে, লাঙলের ফাঁকে কবিতা পাঠ করা এই মানুষটি যেন মনে করিয়ে দেন-কবিতা শুধু বইয়ের পাতায় নয়, মঞ্চের আলোয় নয়, কবিতা বাঁচে মানুষের জীবনের মধ্যেই।আজ বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই কবিতার সঙ্গী হচ্ছেন। আর সেই কবিতার নাম-‘কবিতাওয়ালা’ আজিবর মণ্ডল।

সময়ের আগেই আমগাছে মুকুল, আশার আলো না অশনিসংকেত?

সময় এখনও বাকি প্রায় এক মাস। তবু গাছে গাছে সাদা-হলুদ মুকুল। মালদহ জুড়ে এই দৃশ্য দেখে একদিকে যেমন আশার আলো দেখছেন আমচাষিরা, তেমনি এই বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরাচ্ছে এক অজানা আতঙ্ক। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমগাছে মুকুল আসা কি শুভ লক্ষণ, নাকি বা কোনও বিপদের পূর্বাভাস-এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে চাষি থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের মনে। সাধারণত প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক কিংবা মার্চের শুরুতে আমগাছে মুকুল দেখা যায়। কিন্তু এবছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়েই মালদহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে আমগাছে ব্যাপক হারে মুকুল ফুটতে শুরু করেছে। চাষিদের ছাপ। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলেছে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হটা তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এই মুকুল ঝরে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মতে, এটি অকাল মুকুল-যা গরম পালেই ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে অনেকেই বলছেন, এটি অকাল নয়, বরং অগ্রিম গজানো মুকুল। অর্থা সঠিক পরিচর্যা করা গেলে এই মুকুল থেকেই ভালো ফলন হতে পারে। মালদহের ইংশিলবাজার, মানিকচাক, কালিয়াচাক, গাজোল-সব ব্লকেই কমবেশি একই ছবি। গাছভর্তি মুকুল দেখে প্রথমে খুশি



হলেও, অভিজ্ঞ চাষিদের মুখে এখন চিন্তার ছাপ। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলেছে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হটা তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এই মুকুল ঝরে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। হঠাৎ কেন এত আগাম মুকুল?

বাণী বন্দনা সম্মান ২০২৬ প্রদান করল স্বাদে আল্লাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা (৩১ জানুয়ারী ‘২৬: শনিবার অপরাহ্নে এই বছরের ‘বাণী বংদনা



সম্মান ২০২৬’ প্রদান করল ‘স্বাদে আল্লাদে’। প্রেস ক্লাব কলকাতায় আয়োজিত এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী সরস্বতী পুজো সংগঠকদের পারিভৌমিক, শংসাপত্র ও নগদ অর্থ প্রদানের পাশাপাশি অপর ৭

পুজো সংগঠকদের হাতে সাহুনা পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী পুজো সংগঠকদের

সম্মাননা প্রদান করেছে। বলে রাখা ভালো, এই বছর সৃজনশীল, দৃষ্টিনন্দন সরস্বতী পুজো করার জন্য ‘স্বাদে আল্লাদে’ পরিবার বিজয়ী পুজো সংগঠকদের পুরস্কার মূল্যের পাশাপাশি, স্মারক, শংসাপত্র ছাড়াও ‘স্বাদে আল্লাদে’-র ১ লিটারের সরষের তেলের পাউচও উপহার রূপে তুলে দিয়েছে। পুরস্কার স্থানাধিকারী বেলেঘাটা ৩৩ কল্যা-র হাতে পুরস্কার রূপে ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইয়ং বয়েজ আমরা সর্বা-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী পুষাী নতুন ক্লাব-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মিঃ নবাকুন,মৌসুমী এবং জলিল দাস।

১. Prova Mondal (Old Name) wife of Goutam Mondal Resident of Ganapati Bhaban,Ramcharan Sett Road, Ramrajatala,P.O- Santragachi,P.S-Jagacha,Dist-Howrah,Pin-711104.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Sandip Kumar Das (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.02.2026.That Sandip Das (Old Name) and Sandip Kumar Das (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Joydip Ghosh (Old Name) son of Samir Ghosh Resident of Ayma Pandey ∓ Bagpara,Ward No-18,P.O-Chengail, P.S: Uluberia, Dist-Howrah, Pin-711308.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Jaydip Ghosh (New Name) as de- clared by the affidavit vide Sl. No- 64,Dated on 04.02.2026 sworn before the Notary Public at Kolkata. That Joy- dip Ghosh (Old Name) and Jaydip Ghosh (New Name) both are the same and one identical person.

নব্যাদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ বহুভাষী ভারতে উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক উর্দু সম্মেলনের তৃতীয় দিনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি অধিবেশন এবং একটি মুশায়েরা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন পণ্ডিত উর্দুর সঙ্গে অন্যান্য ভাষার ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং সভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উস্তর খাজা ইফতিখার আহমেদ। তিনি বলেন, ভারত একটি বৃক্ষের মতো যার অনেক শাখা রয়েছে এবং প্রতিটি শাখাকে সবুজ রাখা আমাদের দায়িত্ব। তিনি উর্দুকে আরও সম্ভ্র ও সর্বজনীন করার জন্য সহজ শব্দ ব্যবহারের ওপর জোর দেন।

NAME CHANGE
I, Joykrishna Giri (Old Name) S/O- Gurupada Giri resident of Vill & Po-Haribhanga , Ps-Murshidabad ,Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Joykrishna Giri to Abu Sahid Sk and henceforth I shall be known as Abu Sahid Sk (new name) in all purpose, I have changed my name and shall henceforth be known as SHARIF KHAN (New Name) as declared before the Notary Public at Murshidabad dated 07/02/2026. My name Abu Sahid Sk & Joykrishna Giri both are same and one identical person.

NAME CHANGE
II,SUNALI BIBI(Old Name)W/O-SA- HAJAMAL SEKH resident ofVill&Po-Lokhnathpur, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my namefromSUNALI BIBI to SONALI KHATUN and henceforth I shall be known asSONALI KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public atBerhamporecourt on06/02/2026.My name SONALI KHATUN&SUNALI BIBI both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Abhijit Bardhan (Old Name) son of Late Barindra Kisor Bardhan Resident of RGM-114,Jyngara Dakshin Math,P.O- Jyngara P.S-Baguiati,Dist- North 24 Parganas,Pin-700059.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Avijit Bardhan (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.02.2026. That Abhijit Bardhan (Old Name) and Avijit Bard- han (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MD MEHEDI HASAN S/o Sk Dayan Uddin residing at Vill. Panditpur, P.O.- Maya, P.S.-Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 do hereby solemnly affirm and declare my father's correct name is SK DAYAN UDDIN instead of MD. DEOYAN ALI, as declared before the LD. S.D.E.M 1st Class at Jangipur, Murshidabad on 29.01.2026. That SK DAYAN UDDIN and MD. DEOYAN ALI both are the same and one identical person.

সূচিকিংসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, SK SANOWAR ALI,S/O-Sk Nurez Zamal, Residing at Vill- Panchla,Madhyha Para,P.O+P.S- Panchla, Dist- Howrah, Pin-711322.do hereby Solemnly affirm and de- clare as follows:-That my marriage has been solemnized with MONISHA PARVIN according to Muslim rites and ritual, (That after mar- riage my said wife has been given birth one male child namedly'SK MOHAMMAD MAHIB').That that my son namedly 'SK MO- HAMMAD MAHIB' and 'SK MOHAMMAD MAHIB MUSTAVI is the same and one iden- tical person. Vide Affidavit in the court of LD. 1st Class Executive Magistrate at Howrah, Date-09/12/25

NAME CHANGE
I, Shrabani Sen wife of Tarak Nath Sen Resident of Flat-202,Taramaa Apartment,121/1,Ramkrishna- nagar,Manikpur P.O-Jagachha P.S-Dum,Dist- North 24 Parganas,Pin-700079. W.B.That my actual and correct name is Shrabani Sen which is recorded in my Aadhar card being no- 6434 7233 2608 and Pan card no-BSPFP035670. That in my Passport no- L6408926, Date of issue-08.01.2014,Date of expiry- 07/01/2024 , issued from Kolkata,My husband's Passport no-R2207654,Date of issue- 11.08.2017,Date of expiry-10.08.2027 issued from Kolkata. That my Daughter's (Barnali Sen) Birth Cer- tificate no-010103935,date of issue-15.05.2015 is issued from Kolkata,Ministry of Corporation and her Passport no-89060491,Date of issue- 14.02.2018,Date of expiry-13.02.2023 issued from Kolkata and my name also recorded as Shrabani Das Sen and Shrabani Das,That Shrabani Das Sen, Shrabani Das and Shrabani Sen all are the same and one identical person vide an affidavit Sl.No- 115,sworn before the notary public at Kolkata on 02/02/2026.

NAME CHANGE
I, Sandip Das (Old Name) son of Shyama Kanta Das Resident of 52,Kote Bazar,Dist-Paschim Me- dinipur,Pin-721101.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Sandip Kumar Das (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.02.2026. That Sandip Das (Old Name) and Sandip Kumar Das (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Prova Mondal (Old Name) wife of Goutam Mondal Resident of Ganapati Bhaban,Ramcharan Sett Road, Ramrajatala,P.O- Santragachi,P.S-Jagacha,Dist-Howrah,Pin-711104.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Provabati Mondal (New Name) as declared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06.02.2026. That Prova Mondal (Old Name) and Prov- abati Mondal (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Joydip Ghosh (Old Name) son of Samir Ghosh Resident of Ayma Pandey ∓ Bagpara,Ward No-18,P.O-Chengail, P.S: Uluberia, Dist-Howrah, Pin-711308.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Jaydip Ghosh (New Name) as de- clared by the affidavit vide Sl. No- 64,Dated on 04.02.2026 sworn before the Notary Public at Kolkata. That Joy- dip Ghosh (Old Name) and Jaydip Ghosh (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Gautam Mondal (Old Name) son of Late Ganapati Mondal Resident of Ganapati Bhaban,Ramcharan Sett Road, Ramrajatala, P.O-Santragachi, P.S-Jagacha, Dist-Howrah, Pin-711104.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Goutam Mondal (New Name) as de- clared by the affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06.02.2026. That Gautam Mondal (Old Name) and Goutam Mondal (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, DIPTI SINGHA BISWAS, W/o Bishnu pada Singha, residing at 67 New Pro- duction Centre ,P.O. Hariapur, P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs have changed my name and shall hence- forth be known as DIPTI SINGHA as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No 882 dated 6/2/2026. DIPTI SINGHA BISWAS, and DIPTI SINGHA both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, ABDUL QUADIR SIDDIQUEE (Old Name) S/o LATE ABDUL WAHAB Re- siding at Naya Basti Road no- 7 Rah- mat Nagar Bumpur, PS- Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin- 713325 West Bengal, India have Changed my name and shall hence- forth be Known as ABDUL QUADIR (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. ABDUL QUADIR SIDDIQUEE (Old Name) and ABDUL QUADIR (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SARIF KHAN (Old Name) S/o SA- MUDDIN KHAN Residing at SHANTI Nagar Karim Dargah Bumpur, PS- Hi- rapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325 West Bengal, India have Changed my name and shall hence- forth be Known as SHARIF KHAN (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. SARIF KHAN (Old Name) and SHARIF KHAN (New Name) both are same and one identi- cal person.

NAME CHANGE
I, MD MEHEDI HASAN S/o Sk Dayan Uddin residing at Vill. Panditpur, P.O.- Maya, P.S.-Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 do hereby solemnly affirm and declare my father's correct name is SK DAYAN UDDIN instead of MD. DEOYAN ALI, as declared before the LD. S.D.E.M 1st Class at Jangipur, Murshidabad on 29.01.2026. That SK DAYAN UDDIN and MD. DEOYAN ALI both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Manju Verma (Old Name) W/o Satya Narayan Prasad Verma Residing at 15/17/1, Naya Nagar, Kankinara, Dis- trict - North 24 Parganas, Pin - 743126, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Manju Devi Verma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02- 2026. Manju Verma (Old Name) and Manju Devi Verma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Eakbal Ahmed, Iqbal Ahmed (Old Name) S/o Altaf Ali Residing at 1/1/H/3, Sir Syed Ahmed Road, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Eqbal Ahmed (New Name) as declared be- fore the Notary Public Kolkata vide af- fidavit Dated 05-02-2026. Eakbal Ahmed, Iqbal Ahmed (Old Name) and Eqbal Ahmed (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sampa Das Gupta (Old Name) W/o Pradyut Nath Das Gupta Residing at HB-5/1, Salt Lake, Sector 3, District - North 24 Parganas, Pin - 700106, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shampa Das Gupta (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Sampa Das Gupta (Old Name) and Shampa Das Gupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mojaffar Purkut (Old Name) S/o Johur Purkait Residing at Vill - Gokarnee, P.s - Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743601, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mojaffar Purkait (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Mo- jaffar Purkut (Old Name) and Mojaffar Purkait (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Johur Purkut (Old Name) S/o Fakir Purkait Residing at Vill - Gokarnee, P.s - Magrahat, District - South 24 P- arganas, Pin - 743601, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Johur Purkait (New Name) as declared be- fore the Notary Public Kolkata vide af- fidavit Dated 05-02-2026. Johur Purkut (Old Name) and Johur Purkut (New Name) both are same and one identi- cal person.

NAME CHANGE
I, EQBAL AHMED (Old Name) S/o LATE SYED BADRUDDIN HUSSAIN Residing at Nai Basti Road no-7 Rah- mat Nagar Bumpur, PS- Hirapur, Dis- trict - Paschim Barddhaman, Pin - 713325 West Bengal, India have Changed my name and shall henco- forth be Known as SYED IQBAL HUS- SAIN (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. EQBAL AHMED (Old Name) and SYED IQBAL HUS- SAIN (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sadek Khan (old name) S/o- Saha- lam Khan residing at Kanakpur, Bhim- pur, Paikar, Dist-Birbhum, Pin-732219 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SADEK KHAN to SADEK ALI KHAN and henceforth I shall be known as SADEK ALI KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/02/2026. SADEK KHAN (old name) and SADEK ALI KHAN (new name) both are same and one identi- cal person.

NAME CHANGE
I, Santosh Jain (old name) S/o- Indra Chand Jain residing at Ward No 11, Badur- tala, Pulokshore, Jiaganj, Jaganj, Dist-Mur- shidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANTOSH JAIN to SANTOSH KUMAR JAIN and henceforth I shall be known as SANTOSH KUMAR JAIN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshid- abad dated 03/02/2026. SANTOSH JAIN (old name) and SANTOSH KUMAR JAIN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Hamda Mondal (old name) W/o- Nurboz Mondal residing at Chhota chandghar, Barachandghar, Kaligang, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HAMDA MONDAL to HAMIDA MONDAL and henceforth I shall be known as HAMIDA MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Pub- lic at Murshidabad dated 07/02/2026. HAMDA MONDAL (old name) and HAMIDA MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nast Rojina Bibi (old name) W/o- Md Samuil Hoque residing at Dakshin Latber- para, Bangsara, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NAST ROJINA BIBI to ROJINA KHATUN and henceforth I shall be known as ROJINA KHATUN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/02/2026. NAST ROJINA BIBI (old name) and ROJINA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Prosenjit Biswas (old name) S/o- Palash Biswas residing at Dignagar, Dignagar, Kot- wall, Dist-Nadia, Pin-741401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PROSENIJT BISWAS to PRASENIJT BISWAS and henceforth I shall be known as PRASENIJT BISWAS (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshid- abad dated 07/02/2026. PROSENIJT BISWAS (old name) and PRASENIJT BISWAS (new name) both are same and one identical person.

‘শ্যাম্পেন অফ টি’ সংকটে, উৎপাদন কমছে দার্জিলিং চায়ের, বিপন্ন শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প

বিশেষ প্রতিবেদক : বিশ্ব দরবারে ‘শ্যাম্পেন অফ টি’ নামে পরিচিত দার্জিলিং চা আজ গভীর সংকটে। রাজ্যজুড়ে চা উপাদানের পরিমাণ বাড়লেও দার্জিলিং পাহাড়ে ক্রমশ ঘনচ্ছে অশনিসংকেত। উপাদান কমেছে, বাড়ছে লোকসান, আর সেই চক্রব্যূহে আটকে পড়ে বিক্রির মুখে দাড়িয়ে অন্তত ২৫টি চা বাগান। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে বিক্রি করতে চাইলেও খদের মিলছে না-এমনটাই জানাচ্ছেন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহলা। সদ্য প্রকাশিত ভারতীয় চা পার্শ্বের রিপোর্ট এই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক চা উপাদান গত বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু একই সময়ে দার্জিলিং চায়ের উপাদান কমেছে প্রায় ৭ শতাংশ। অর্থা রাজ্যের চা শিল্পে যেখানে সামগ্রিক বৃদ্ধির ছবি, সেখানে দার্জিলিং কার্যত পিছিয়ে পড়ছে।

চা পার্শ্বের রিপোর্ট বলছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে মোট চা উপাদান হয়েছে ৪১১.১৮ মিলিয়ন কেজি। ২০২৪ সালে যা ছিল ৩৮২.২০ মিলিয়ন কেজি। সংখ্যার হিসেবে বৃদ্ধি থাকলেও ছবিটা বদলে যায় দার্জিলিং চায়ের দিকে তাকালেই। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিং চা উপাদান হয়েছে মাত্র ৫.৩০ মিলিয়ন কেজি। ২০২৪ সালে একই সময়ে উপাদান ছিল ৫.৭১ মিলিয়ন কেজি এবং ২০২৩ সালে ছিল ৬.৩১ মিলিয়ন কেজি। অর্থা গত দুই বছরে ধারাবাহিক



পতন। অন্যদিকে, ২০২৫ সালে ডুয়ার্সে চা উপাদান বেড়েছে ৫ শতাংশ এবং তরাইয়ে বেড়েছে ১২ শ। এই পতন নতুন নয়। পরিসংখ্যান বলছে, গত সাে পাঁচ দশকে দার্জিলিং চায়ের উপাদান ভয়াবহভাবে কমেছে। ১৯৭০ সালে যেখানে দার্জিলিং চায়ের উপাদান ছিল প্রায় ১৪ মিলিয়ন কেজি, সেখানে ২০২৪ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ৫.৫১ মিলিয়ন কেজিতে। অর্থা প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশি পতন। চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহলের মতে, এই পতনের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে-যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আবহাওয়ার পরিবর্তন। নর্থবেঙ্গল টি প্রডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, গত দু’দশকে দার্জিলিং পাহা়ে বৃষ্টিপাত কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ। অনিয়মিত বর্ষা, দীর্ঘ খরা, আবার কখনও অকাল

ভারী বৃষ্টি-এই চরম আবহাওয়াই দার্জিলিং চায়ের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। চায়ের গুণমান ও উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। বিশেষ করে বছরের শুরুতে ‘ফ্লাশ’ মরশুমে সময়মতো বৃষ্টি না হলে ক্ষতি অপরূপীয় হয়ে ওঠে। দার্জিলিং পাহাড়ে প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় ‘ফ্লাশ’-চায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পর্ব। প্রায় দু’মাস ধরে চলা এই সময়ে তোলা পাতার চা থেকেই বৈতরি হয় মরশুমের সেরা দার্জিলিং চা। এই পর্বে গড়ে প্রায় ২ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়, যা মোট উপাদানের প্রায় ২০ শতাংশ। এই চা মূলত রপ্তানি হয় জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে চা পাতা ঠিকমতো গজাচ্ছে না। ফলে উপাদান মার খাচ্ছে একেবারে

মরশুমের শুরুতেই। উৎপাদন কমার পাশাপাশি দার্জিলিং চা শিল্পের সামনে আরেকটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশি চায়ের আমদানি। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসেই আফ্রিকা মহাদেশ ও নেপাল থেকে নিম্নমানের চা আমদানি বেড়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। অভিযোগ, এই নিম্নমানের চা ‘চা’ নামেই বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রকৃত দার্জিলিং চায়ের দাম পড়ে যায়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ভ্যানু। জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত দার্জিলিং চায়ের ঐতিহ্য ও গৌরব ধীরে ধীরে ন্লান হয়ে যাচ্ছে।

নর্থবেঙ্গল টি প্রডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি সতীশ মিত্রকে বলেন, আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন মার খাচ্ছে। তার উপর আফ্রিকা ও নেপাল থেকে নিম্নমানের চা আমদানি বেড়ে

যাওয়ায় দার্জিলিং চা নামে সত্তা চা বাজার দখল করছে। এর ফলে প্রকৃত উপাদকরা ড়য়াবহ লোকসানের মুখে পড়ছেন। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মাল টি প্রোয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। যদি এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে দার্জিলিংয়ের চা শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য। এই আর্থিক চাপে পড়ে অন্তত ২৫টি চা বাগান বিক্রি পথে। কিন্তু লোকসানের ভার এতটাই বেশি যে নতুন বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে বাগানগুলি কার্যত অনিচ্ছিত ভবিষ্যতের দিকে এগোছে। চা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা এই সংকটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দার্জিলিং চায়ের এই অবনতি শুধু একটি শিল্পের সংকট নয়, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটও বটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতি, কঠোর আমদানি নীতি, জিআই ট্যাগের অপব্যবহার রোধ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং চায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা-এই পদক্ষেপগুলি না নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।

বিশ্বজোড়া খ্যাতি, শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য আর স্বাদ-গন্ধের অনন্যতায় গড়ে ওঠা দার্জিলিং চা আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে। ‘অফ টি’ কি তার গৌরব ধরে রাখতে পারবে, নাকি ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাবে সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়ে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের সত্যদাসপুরের জি প্লটে মুরগী ছানা উপাদানে ৫০০ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিম ইনকিউবেটর মেশিন উদ্বোধন হল। অনুজ্ঞা নেওটিয়া সংস্থার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন

জেলার খবর

জয়নগরে তুনমূল কংগ্রেসের বিধায়কের পরিবর্তন চেয়ে তুনমূল কংগ্রেসের পোস্টার পড়লো জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর,৮ ফেব্রুয়ারিঃ জয়নগরে তুনমূল কংগ্রেসের বিধায়কের বদল চেয়ে তুনমূল কংগ্রেসের পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগর বিধানসভা এলাকায়। সামনে বিধানসভার নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হয়ে গেছে।এখানে লক্ষ্মীর ভান্ডার,আশা কবী, অঙ্গনওয়ারী, সিভিক ভাল্টিয়ারদের টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।ভোট মুখী বাজেট বলে অনেকে মনে করছে।আর কয়েক দিনের মধ্যেই ভোটের নির্খঃট প্রকাশিত হবে।২০১১ সাল থেকে রাজ্যে তুনমূল ক্ষমতায় এসেছে। তবে ২০১১ সালে জয়নগর বিধানসভা তুনমূল কংগ্রেসের জোট শরিক হিসাবে এস ইউ সি আই এর বিধায়ক ছিলো। আর ২০১৬ ও ২০২১ সালে দুবার বিধায়ক হন তুনমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ দাস। জয়নগরে তুনমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে।আর তারই মাঝে বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি থেকে পরেরহাট ১২ টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার সর্বত্র বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের বদল চেয়ে পোস্টার পাশে।একাধিক পোস্টারে একাধিক ভাবে বিধায়ক বদলের দাবি জানানো হয়েছে।তুনমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সৌজন্যে। লেখা আছে দুনীতি গ্রস্থ বিধায়ক, ফিলার দুনীতি গ্রস্থ বিধায়ক, ফিলার বিধায়ক, নিজের আত্মীয়



থানা এলাকায় অশান্তি এড়াতে জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ ৬ জন কে আটক করে বৃহস্পতিবার শেষ রাতে।তার মধ্যে ছিলো জয়নগর এক নং তুনমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি অরুণ নন্দর ওশুক্রবার বেলায় তাদেরকে অবশ্য ছেড়ে দেয় পুলিশ।

খান জিয়াউল হক বলেন, তুনমূল কংগ্রেসের নাম করে বিরোধীরা ও এ ধরনের কাজ করে থাকতে পারো।তবে বিধায়ক পছঃদ না হলে তা দলের ভিতরে আলোচনা হতে পারো।আর এ্যাপ্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অভিষেক বঃ দ্যাপাধ্যায় আছে তারা বুঝবো।দলকে বদনাম করার চক্রান্ত এটা।আমি চাই এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক।তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে শুক্রবার বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নন্দর বলেন,তুনমূল দলটাই দুনীতি গ্রস্থ, আমরা অনেক দিন ধরে বলে আসছিলাম এবার ওদের দলের কর্মীরা প্রকাশ্য বলছে।এটাই তো হওয়ার ছিলো।তাই জয়নগরে শুধু বিধায়ক বদল নয় পুরো তুনমূল দলটার পরিবর্তন চাই।সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য অপরূ প্রামানিক বলেন,শুধু জয়নগর নয় সারা রাজ্য থেকে তুনমুলের বদল হওয়ার দরকার।ওদের গোষ্ঠী কোন্দল এটাই প্রকৃত তা আর প্রকাশ্যে চলে এলো।এ দলটা রাজ্যকে শেষ করে দিলো।তবে এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক তুনমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ দাসের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।নিতবে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে জয়নগরে।

পুরুলিয়ায় পিঠে কালশিটে দাগ নিয়ে হাসপাতালে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া, সাসপেন্ড দুই ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ দেশজুড়ে র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া আইন ও একাধিক নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও হেরে চাঞ্চল্যাকর র্যাগিংংয়ের অভিযোগ উঠল পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে। পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো গভর্নমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল- এ প্রথম বর্ষের এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে র্যাগিংয়ের নামে নির্মমভাবে মারধরের অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনার, কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্ত ছাত্রকে সাসপেন্ড করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, আক্রান্ত পড়ুয়ার পিঠে একাধিক কালশিটে দাগ পড়ে এবং গুরুতর মানসিক ও শারীরিক আঘাত নিয়ে তাকে চিকিৎসা প্রযোজনা হয়। র্যাগিংয়ের শিকার ছাত্রের নাম মেহবুব ইসলাম। তিনি মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাসিগদা এবং দেবেন মাহাতো গভর্নমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়া। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক চাপ ও ভয়ের মধ্যে ছিলেন বলে অভিযোগ। মেহবুবের দাবি, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া, ঋষভকুমার সিং এবং চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া অমরকুমার বাগচি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে র্যাগিং করছিলেন। পরিস্থিতি চরমে ওঠে রবিবার মধ্যরাতে ও অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার গভীর রাতে কলেজের বয়েজ হোস্টেল ক্যাম্পাসে মেহবুবকে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে ঋষভকুমার সিং ও অমরকুমার বাগচির নির্দেশে ১৪ থেকে ১৫ জন সিনিয়র পড়ুয়া একযোগে তার উপর চড়াও হয়। মেহবুবের অভিযোগ, তাঁকে ঘিরে ধরে নির্মমভাবে মারধর করা হয়।

শান্তিপূরের গান্ধার জগন্নাথ সরকার পোস্টারে ছেয়ে শহর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া,৮ ফেব্রুয়ারিঃ নদীয়ার শান্তিপুুরে কেন্দ্রীয় বঙ্গমন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত্বা তাঁত শিল্পী সম্মেলনের আগেই শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বিতর্কিত পোস্টার। অন্তঃনাল সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেল- শান্তিপুুরের গান্ধার জগন্নাথ সরকার লেখা পোস্টার, যা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলে পোস্টারগুলি নজরে আসতেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরঙ্গ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি শাসকবন্দের ‘নোংরা কুসং’। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা নিয়ে খোঁশাশা তৈরি হয়েছে শহর জুড়ে।পুলিশ নজরদারি। প্রশাসনের তরফে বিখ্যাপ্তি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সবার ও বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রাক্কালে এই পোস্টার-রাজনীতি শান্তিপুুরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

পর্ঘটিন ফেরাতে উদ্যোগী এমএইচডি মিঠুন হালদারঃ একসময় বাংলার নবাবী রাজধানী হিসেবে বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের গৌরবময় অতীতকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর ‘মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি’র উদ্যোগে আয়োজিত হয় মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব। গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে তিন দিন ধরে চলা এই উৎসবের আজই শেষ দিন। এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ কাঠগোলার বাগান ও প্রাসাদে রাজকীয় প্রেক্ষাপট। শনিবার সন্ধ্যায় উদ্যোক্তাদের তরফে কাঠগোলা বাগানের রাজকীয় প্রেক্ষাপট এবং দুগ্ধার পরিবারের বহু পুরনো প্রাসাদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে এই উৎসব নবাবী আমলের ঐতিহ্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ,শিল্পকলা এবং খাদ্য রসিকতাকে এক ছাদে নিচে নিয়ে আসার স্টেপা করা হয়েছে।মুর্শিদাবাদ জেলার কাঠগোলা প্রাসাদ এবং বাগান, যা দুগ্ধার পরিবারের ঐতিহাসিক বাসস্থান হিসেবেই পরিচিত তার মার্বেলের মেঝে,ইতালীয় পলিভেসি তৈরি স্তম্ভ, বিশাল বাগান ,জলাশয় এবং সেখানে অবস্থিত পারিবারিক মন্দির দেখার জন্য প্রত্যেক বছর দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুর্শিদাবাদে আসতে আসতে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলাকে পর্বতান মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এই জেলার ‘ট্যাজমহল’ এবং ‘ইন্টাগার্লন’ ঐতহ্য পৃথিবীর । বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সামনে তুলে ধরতে ২০১০ সাল থেকেই এই সংস্থা প্রতিবছর ‘মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব’ আয়োজন করে চলেছে। এই উৎসবের আয়োজকদের আশা ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও রাসপ্রাসাদ দর্শন, বিভিন্ন রকমের চিত্র প্রদর্শন, নৌকা ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিন দিন ধরে চলা এই উৎসব মুর্শিদাবাদকে পর্যটনের মানচিত্রে আরও আকর্ষণীয় জায়গায় নিয়ে যাবে। এই উৎসবকে আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে স্থানীয় লোকতান্ত্রা ও লোগোদান, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ,আলোকচিত্র প্রদর্শনী,আলোবাত্তির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উৎসব হয়ে উঠেছে আনন্দ এবং ইতিহাসের এক মিলনমেলা। এই উসবের খাদ্যপ্রেমীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক বাড়িগুলোতে নবাবি খানসামানি আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত শহেরওয়ালি খাবার।

সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে এক প্রতারক চক্র তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। গত ১৬ই জানুয়ারি অনন্ত মন্ডলের মেয়ের মোবাইলে ফোন আসে এক অস্ত্রতপরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে। ফোনে সে দাবি করে, কিন্তু টাকা দেওয়ার পর আর কোনও যোগাযোগ না পেয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরপর ২৯শে জানুয়ারি তিনি ভীমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁতকে বিশ্ব দরবারে তোলার ডাক,আশ্বাস গিরিরাজ সিংহ-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া,৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নদীয়ার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে সামনে রেখে বড় রাজনৈতিক বার্তা দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। রবিবার শান্তিপুুরের এক বেসরকারি লজে আয়োজিত বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডলুম ও উইভার সেলের প্রদর্শে তাঁত শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিলে কেন্দ্রীয় বঙ্গ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ তাঁত শিল্পীদের জন্য একগুছত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। সম্মেলন ঘিরে সকাল থেকেই তাঁত শ্রমিকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য, জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী, নান্যায়টের সাংঘদ জগন্নাথ সরকার সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু তাঁত শ্রমিক সারাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে তাঁদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন গিরিরাজ সিংহ এবং একাধিক আশ্বাস দেন। সংবাদমাধ্যমের

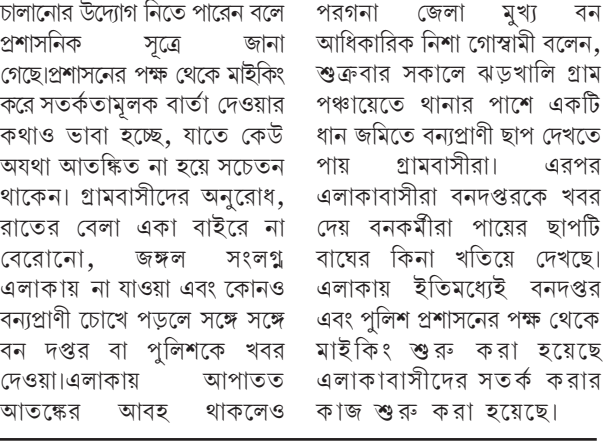
মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বঙ্গ মন্ত্রী বলেন, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি জানান, তাঁতিদের দৈনিক রোজগার দেড় হাজার টাকার উন্নীত করার লক্ষ্য, বরিশত তাঁত শ্রমিকদের জন্য পেশান চালু করা, ডিজাইনার হাব বা ডিজাইনার স্টুডিও তৈরি, এবং ‘ জেলা এক পণ্য’ প্রকল্পের মাধ্যমে শান্তিপুুর-ফুলিয়ার তাঁতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সর্বব হয়ে অভিযোগ করেন, হ্যান্ডলুমের নামে পাওয়ারলুমের শাডি বিক্রি করেছে, যার ফলে প্রকৃত তাঁত শিল্পীরা বর্ষিত হচ্ছেন। তার দাবি, সঠিক নীতির অভাব এবং বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণেই বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প তার প্রায় মর্যাদা পাচ্ছে না। গিরিরাজ সিংহ আরও বলেন, এক সময় কর্মসংস্থানের জন্য ভিন্ন রায় থেকে মানুষ বাংলায় আসত।

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH VILL & PO.-BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR, DIST.-HOWRAH, PIN-711404	
E- TENDER INVITING NOTICE	
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur. Howrah for the following works:05 (Five) nos of schemes from CFC (TIED & UNTIED) scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. NIT NO- BAR-II/47/CFC/2026, 09/02/2026 (SL-01 TO SL-03) & BAR-II/48/cFC/2026, 09/02/2026 (SL-01 TO SL-02). Last date of submission of tender: 16/02/2026 (09:00 AM). For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.	
Sd/- Pradhan Bargachia-II Gram Panchayat	

ঝড়খালিতে বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন,৮৮ ফেব্রুয়ারি থানার অদূরে বাঘের পায়ের ছাপ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সুন্দরবনের ঝড়খালির বাসিন্দারা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়াকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঝড়খালি থানার কাছাকাছি ধানক্ষেতের ভেতর এই পায়ের ছাপ চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো এদিনও কৃকে জন কৃষক জমির কাজে যাচ্ছিলেন। কাদামাটি ভেজা জমির ওপর হঠাৎ বড় আকারের পায়ের ছাপ নজরে আসে তাঁদের। ছাপের গঠন ও মাপ দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়, সেটি বাঘেরই হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন, যদিও ভয়ের কারণে কেউই খুব কাছে যাওয়ার সাহস দেখাননি।ঝড়খালি সুন্দরবনের সন্নিহিত হওয়ায় বন্যপ্রাণীর চ্যাাচলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে লোকালয়ে হরিণ, শিয়াল বা বুনা শূকরের এমনকি বাঘের দেখা মিলেছে। তবে বাঘের পায়ের ছাপের সম্ভাবনা সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুদের বাড়ির বাইরে একা না যেতে সতর্ক করছেন। গবাদি পশুকেও ঘরের কাছাকাছি নিরাপদে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।আর এই ঘটনার

খবর পেয়ে দ্রুত ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পাশাপাশি বন দপ্তরকেও খবর দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা এসে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখবেন এবং প্রয়োজনে ক্যামেরা ট্র্যাপ বসানো বা তল্লাশি



বিধায়কের হাত ধরে দীর্ঘ ২০ বছর পর পাকা রাস্তা পেল জয়নগরের একটি গ্রামের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তার আগে দীর্ঘ কুড়ি বছর পর বিধায়কের হাত ধরে পাকা রাস্তা পেল জয়নগর বিধানসভার একটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এই প্রথম পাকা রাস্তার সাথ পেল জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সরিষা দহ গ্রামের মানুষ। দীর্ঘ প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে এই রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিলো। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বেহাল রাস্তার দাবি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে এবার রাস্তা পাকা হওয়ার খবর শুনে খুশি গ্রামের বাসিন্দা থেকে শুরু করে গাড়ি চালকরা।স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে এই পাকা রাস্তা নির্মিত হয়েছে। রাস্তা খারাপ থাকায় বৃষ্টি হলেই জল জমে যেত, তৈরি হত গর্ত। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শুল্কগামী ছাত্রছাত্রী কিংবা অফিসযাত্রী দু’চার পা চলাই হয়ে উঠত দুঃসাহা। অবশেষে বহুদিনের

সেই দুর্ভোগ কাটতে চলেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সারাইয়ের কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।



এখন দেখার, নতুন পথ কতটা স্বস্তি ফেরায় এলাকা বাসীদের জীবনে।যত তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজ শেষ হবে ততটাই উপকৃত হবে এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পথ চলতি গাড়ি চালক রা কারণ এই বেহাল রাস্তার কারণে শুধু টাকাকেরাই নয় ঘটে যেত বড়সড় দুর্ঘটনা তাই নতুন

আবাস যোজনার নাম করে ৬ হাজার টাকার প্রতারণা! মুর্শিদাবাদ থেকে প্রেফতার প্রতারক, ভীমপুর থানার বড় সাফল্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : নদীয়ার ভীমপুর থানার আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভপুর এলাকার বাসিন্দা অনন্ত মন্ডল বাংলার আবাস যোজনায় ‘ বাড়ি’ প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন।



সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে এক প্রতারক চক্র তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। গত ১৬ই জানুয়ারি অনন্ত মন্ডলের মেয়ের মোবাইলে ফোন আসে এক অস্ত্রতপরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে। ফোনে সে দাবি করে,

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH VILL & PO.-BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR, DIST.-HOWRAH, PIN-711404	
E- TENDER INVITING NOTICE	
Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur. Howrah for the following works:05 (Five) nos of schemes from CFC (TIED & UNTIED) scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. NIT NO- BAR-II/47/CFC/2026, 09/02/2026 (SL-01 TO SL-03) & BAR-II/48/cFC/2026, 09/02/2026 (SL-01 TO SL-02). Last date of submission of tender: 16/02/2026 (09:00 AM). For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.	
Sd/- Pradhan Bargachia-II Gram Panchayat	

পূর্বস্থলীতে প্রথমবার দাবা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ ফেব্রুয়ারি : এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে রবিবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নজরুল পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল MLA কাপ অল বেঙ্গল এক দিবসীয় র‍্যাপিড চেস টুর্নামেন্ট। এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে এই প্রতিযোগিতা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ এই প্রথম একে বড় আকারে দাবা টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হলো এই অঞ্চলে। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ১১০ জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। শিশু থেকে শুরু করে তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে গোটা এলাকা পরিণত হয় দাবার এক উৎসবমুখর পরিবেশে। প্রতিযোগীদের উদ্দীপনা ও দর্শকদের আগ্রহে দিনভর জমজমাট ছিল টুর্নামেন্টে প্রাঙ্গণ। এই সফল আয়োজনে খুশি এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, গ্রামীন এলাকায় প্রতিভার কোনও অভাব নেই, প্রয়োজন শুধু সঠিক মঞ্চ ও সুযোগ। সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং আগামী দিনেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। তিনি প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করে বলেন, গ্রামীন এলাকায় দাবার প্রসারের জন্য তারা নিরলসভাবে কাজ করছেন। তিনি ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় পৌঁছেছেন এবং নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের তুলে ধরাই তাঁর মূল লক্ষ্য। দিব্যেন্দু বড়ুয়ার মতে, এই ধরনের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষানবিশ ও নবীন খেলোয়াড়রা অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পায়। রবিবার বিকলে চূড়ান্ত পর্বের খেলা শেষে বিজয়ী ও চ্যাম্পিয়নদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ক্রীড়া সংগঠক ও অভিভাবকরা ও।সামগ্রিক ভাবে, এমএলএ কাপ অল বেঙ্গল এক দিবসীয় র‍্যাপিড চেস টুর্নামেন্ট পূর্বস্থলী অঞ্চলের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করল বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী।

উত্তর-পূর্ব রেলের স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার সময়কাল বৃদ্ধি

গোরখপুর, ০৮ ফেব্রুয়ারিঃ যাত্রীদের চাহিদার পরিকল্পিতে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৭০৭৫/ ০৭০৭৬ হায়দ্রাবাদ-গোরখপুর-হায়দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার সময়কাল বাড়িয়েছে।

বর্ধিত সময়কাল -- ০৭০৭৫ হায়দ্রাবাদ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২০ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত রুটে চলবে। মান্দমারি স্টেশনে ইন্টারকমবিশীন কাজের কারণে জরি করা র্লকের কারণে, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে হায়দ্রাবাদ থেকে ছেড়ে যাওয়া হায়দ্রাবাদ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি সেকেন্দ্রাবাদ-মুন্ডেখ-পূর্ণা-আকোলা- ইতারসি রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে- ০৭০৭৬ গোরখপুর-হায়দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনটি ১৫, ২২ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত রুটে চলবে এবং মান্দমারি স্টেশনের ইন্টারকমবিশীন কাজের কারণে র্লক থাকার কারণে, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে হায়দ্রাবাদ থেকে ছেড়ে আসা হায়দ্রাবাদ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ইতারসি-আরকোলা-পূর্ণা-মুন্ডেখ-আকোলা-ইতারসি রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ০৮টি রাস্তা এই জিভীয় শ্রেণী, ০৬টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি স্কেনারেল দ্বিতীয় শ্রেণী, ০১টি এলএসএলআরডি এবং ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ড্যান।



CBC 35101/13.0111/2526

বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ ভূদৃশ্যকে বদলে দেওয়া হবে

হাদের বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা সহ ভবন নির্মাণ করা হবে এবং গ্রামগুলোকে সবুজ করে তুলতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হবে।



বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজীবিকা মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ): ভিবি - জি রাম জি

(বিকশিত ভারত - জি রাম জি) অক্টো, ২০২৫



১২৫ দিন

নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান



বিশ্বকাপের ডাকেই কলকাতায় ইটালির অভিবাসী ক্রিকেটারদের জীবন বাজি

৮ ফেব্রুয়ারি : কারও হাতে পিজার ডো। কারও কাছে কুরিয়ারের ব্যাগ। কেউ কারখানার শফময় যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে, কেউ আবার রাতভর স্টিয়ারিং ধরে 'চালনা। এঁরা কেউই পেশাদার ক্রিকেটার নন-অন্তত কাগজে-কলমে নয়। তবু আজ সব ছেড়েছুড়ে তারা হাজির কলকাতায়। কারণ একটাই-বিশ্বকাপ। ক্রিকেট বিশ্বকাপ। জীবনের অনিশ্চয়তাকে এক পাশে ঠেলে রেখে, রুজি-রোজগারের নিশ্চয়তা বিসর্জন দিয়ে তারা নেমে পড়ছেন স্বপ্নের পেছনে ছুটতে। এরাই ইটালির জাতীয় ক্রিকেট দলের 'মুখা। এঁদের মধ্যে কেউ জন্মসূত্রে ভারতীয়, কেউ পাকিস্তানি, কেউ শ্রীলঙ্কান। কারও শিক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকা, কারও ইংল্যান্ড। কিন্তু সময়ের নিয়মে, জীবনের টানে তাদের পূর্বপুরুষরা বহু বছর আগে পাাি দিয়েছিলেন ইটালিতে। ফুটবলের দেশে বড় হতে হতে, সেখানকার জল-বাতাসে মিশে, সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবে যে তারা নিজদের ইটালিয়ান বলে ভাবতে শুরু করেছেন, তা নিজেরাও হয়তো জানেন না। আর সেই ইটালির হয়েই আজ তাঁরা খেলতে এসেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কলকাতার ইভেন গার্ডেন্স। এই গল্পের মুখনো নাম জশপ্রীত সিং। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই পেশার ইটালির বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা। দশ-এগারো বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন ইটালিতে। তখন ভাবনাটা ছিল ফুটবল নিয়ে-শেষমেশ তো পাওলো মালদিনির দেশ! কিন্তু খোঁজখবর করতে গিয়েই জানতে পারেন, ইটালিতে ক্রিকেটও খেলা হয়। ক্লাব ক্রিকেট আছে। সুযোগ আছে। সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগেনি। আজ জশপ্রীত থাকেন ইংল্যান্ডে। পরিবার নিয়ে সেখানেই 'হয়েছেন। পেশায় উবার চালকা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফোনে কথা বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে বলছিলেন, ক্রিকেট ছাা জীবনের অন্য সব কিছু ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ক্রিকেট ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। কথাটা বলার ভঙ্গিতে কোথাও কোনও নটকীয়তা নেই। যেন এরাই তাঁর জীবনের স্বাভাবিক সত্য। তবে এই সত্যের দাম কম নয়। বিশ্বকাপ খেলতে এসে জশপ্রীত গত দু'মাস উবার চালকনি। কাজ থাকছে না। ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নেই। তবু আক্ষেপ নেই। তাঁর কথায়, বিশ্বকাপের আগে ট্রেনিং লাগবে না? ফিটনেস লাগবে না? চাকরি তো আবার পাওয়া যাবে। এই 'শকট'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে অজানা আশঙ্কা, অনিশ্চিত আগামী। কিন্তু তবু বিশ্বকাপের টান সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। জশপ্রীত একা নন। শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ত্রিশান কালুগামাগে ইটালিতে পিজা বানাতেন। সেই আয়েই চলত সংসার। বিশ্বকাপের ডাক পেয়ে কাজ ছেঁছেন। সইদ নকিভ কাজ করতে কুরিয়র সার্ভিসে। আলি হাসান ছিলেন কারখানার মেশিন অপারেটর। এঁদের কারও কাজ আর নেই। বিশ্বকাপ শেষে দেশে ফিরে আবার নতুন করে জীবিকার সোঁজে নামতে হবে।

আইসিসির চাপের সামনে নরম পাকিস্তান? নকভির যুক্তি খারিজ, ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার দিকেই এগোচ্ছে বিশ্বকাপ

৮ ফেব্রুয়ারি : চাপ বাড়তেই ভাঙতে শুরু করেছে পাকিস্তানের অনড় অবস্থান। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বন্ধকটের হুমকি দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু আইসিসির কড়া অবস্থান, আইনি ব্যাখ্যা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির ভয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাকসুটে যেতে চলেছে তারা-এমনটাই মনে করছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলা। সব ইঙ্গিত বলছে, বহু নাটকের পরেও ভারত-পাক মহারণ শেষ পর্যন্ত মাঠেই ঘাড়াতে পারে। আইসিসি সূত্রে খবর, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করার জন্য পাকিস্তান যে যুক্তি তুলে ধরেছে, তা একেবারেই টেকসই নয়। 'ম্যাজুর' বা আত্মকা সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির অজুহাতে ম্যাচ না খেলার দাবি জানানো হলেও, আইসিসি এই ব্যাখ্যায় মোটেই সন্তুষ্ট নয়। উল্টে তারা পালটা প্রশ্ন তুলেছে-যদি গোটা স্ট্রোমেন্টে শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলতে কোনও সমস্যা না থাকে, তাহলে শুধুমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচেই বা সমস্যা কোথায়? এই যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পিসিবি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, 'ম্যাজুর' প্রয়োগ

কিন্তু আইসিসির মতে, পাকিস্তান সেই প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হলেও, পুরো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণে সম্মতি দেওয়া অবস্থায় একটিমাত্র ম্যাচ বন্ধকটের যুক্তি আইনি ভাবে দুর্বল। এদিকে বয়কটের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান, সেই বাস্তবও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারত-পাক ম্যাচ মানেই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সম্প্রচার স্বত্ব, স্পন্সরশিপ, বিজ্ঞপন-সবকিছুর সিংহভাগ নির্ভর করে এই

খোয়াজা ও মোবাশির উসমানি। ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেবেন আইসিসির সিইও সংযোগ গুপ্তা। এই বৈঠকে বাড়তি তাৎপর্য যোগ করেছে বাংলাদেশের উপস্থিতি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও লাহোরে পৌঁছেছেন এবং বৈঠকে থাকবেন। সুদূর খবর, পাক বোর্ড এই সুযোগেই একটি কৌশলগত বার্তা দিতে চাইছে। পিসিবি বোঝাতে চাইবে, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে 'করা'-যাতে নিরাপত্তাজনিত কারণে বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ালে বাংলাদেশে কোনও শক্তির মুখে না পড়ে। আইসিসির ব্যাখ্যায় এখানেই পাকিস্তানের যুক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, 'ম্যাজুর'-এর যুক্তি যদি কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে সেটা বাংলাদেশের জন্য হতে পারে, পাকিস্তানের জন্য নয়। ফলে পাকিস্তান যদি শুধুমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বন্ধকট করে, সেটাকে কোনওভাবেই আইনি ঠেঁহাতে দেওয়া যায় না। এই যুক্তিতেই পিসিবির নিজের পাতা জালেই পা জড়িয়ে গেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

রোনাল্ডোকে ছাঁটাইয়ের দিকেই কি এগোচ্ছে সৌদি জায়ান্ট?

৮ ফেব্রুয়ারি : সৌদি ফুটবলে আবারও কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্দো। ম্যাচের পারফরম্যান্স নয়, বরং মাঠের বাইরের টানাপোনেই পিসিরোনামে উঠে এলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আল নাসেরের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে জায়ে সৌদি প্রো লিগের পরপর দু'টি ম্যাচে মাঠে নামেননি রোনাল্দো। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। পরিস্থিতি ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচেই বা সমস্যা কোথায়? এই যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পিসিবি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী, 'ম্যাজুর' প্রয়োগ

কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সূত্রপাত আল নাসেরের দল গঠন নিয়ে। রোনাল্ডোর অভিযোগ, সৌদি আরবের চারটি শীর্ষ ক্লাবের মালিকানা থাকলেও পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড আল নাসেরকে অন্য ক্লাবগুলোর মতো আর্থিক স্বাধীনতা দিচ্ছে না। আল হিলাল, আল ইত্তিহাদ কিংবা আল আহলির মতো ক্লাব যেখানে তারকাদের দলে ভেড়াতে কোটি কোটি ইউরো খরচ করছে, সেখানে আল নাসের পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন রোনাল্দো। তাঁর দাবি, এই ঐষম্যের ফলেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে

তাঁর দল। এই ক্ষোভ থেকেই ক্লাব ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রোনাল্দো। সৌদি প্রো লিগের শেষ দু'টি ম্যাচে তিনি খেলতে নামেননি। ক্লাব ও লিগ কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁকে সতর্ক করা হলেও নিজের অবস্থানে অনা থাকেন রোনাল্দো। তাঁর স্পষ্ট বার্তা-ম্যানেজমেন্ট বদল না এলে তিনি মাঠে নামবেন না। কিন্তু রোনাল্ডোর এই আচরণ ভালো দেখাতে দেখেনি সৌদি প্রো লিগ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, লিগ কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ক্লাবের উর্ধ্বে কোনও ফুটবলার নয়।

আশিস রাই ছিটকে, রক্ষণে নতুন ভরসা আমে রানওয়াড়ে, লোবেরার পুরনো শিষ্যেই কি সমাধান পাওয়া যাবে?

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : আইএএল স্করার আগেই বড় ধাক্কা খেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ১৪ ফেব্রুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার কথা সবুজ-মেরুন ক্রিকেটের। কিন্তু তার ঠিক আগে অনুশীলন চলাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আশিস রাই। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাজ পড়েছে

মোহনবাগান শিবিরে এবং সমর্থকদের মধ্যেও। দীর্ঘদিন ধরেই দলের রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন আশিস। বিশেষ করে রাইট হ্যান্ড পজিশনে তাঁর গতি, ঢাকলিং এবং আক্রমণে ওঠার ক্ষমতা মোহনবাগানের খেলায় আলাদা মাত্রা যোগ করত। এমন একজন ফুটবলারকে পুরো মরশুমের জন্য হারানো যে কেনও দলের কাছেই বড় ক্ষতি। আর ঠিক সেই কারণেই ক্রত বিকল্প খোঁজার পথে হাঁটতে হয় ক্লাব ম্যানেজমেন্টকে। আশিসের চোটের ধাক্কা সামলাতে দেরি করেনি মোহনবাগান। ক্লাব কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে, আশিসের পরিবর্ত হিঁচকির দলে যোগ দিচ্ছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আমে রানওয়াড়ে। ২৮ বছর বয়সি এই ফুটবলার মূলত রাইট ব্যাক হিসেবেই পরিচিত, তবে প্রয়োজন হলে লেফট ব্যাক বা থ্রি-ম্যান

ডিফেন্সেও খেলতে পারেন তিনি। সবুজ-মেরুনের সঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকছে ২০২৫-২৬ মরশুমের শেষ পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, সোমবার থেকেই সিমিত্রি পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ এবং টম অলড্রেডদের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পাবেন আমে। নতুন দলে মানিয়ে নিতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কারণ বর্তমান হেডকোচ সের্জিও লোবেরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহুদিনের। লোবেরার কোচিংয়েই এর আগে মুম্বই সিটি এফসি এবং ওশিা এফসিতে খেলেছেন আমে রানওয়াড়ে। ফলে কোচের ফুটবল দর্শন, ডিফেন্সিভ সফারপ এবং ম্যাচের চাহিদা তাঁর অজানা নয়। আমে রানওয়াড়ে কেঁরিয়ার বেশ বৈচিত্র্যময়। লোবেরার অধীনে খেলা ছাড়াও তিনি এফসি গোয়া, কেরালা ব্লাস্টার্স, বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের

মতো ক্লাবের বিভিন্ন গায়ে চাপিয়েছেন। জার্সি পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁকে পরিণত ফুটবলার হিসেবে গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে চাপের ম্যাচে ঠান্ডা মাথায় খেলার দক্ষতাই তাঁর বড় শক্তি। ২০১১ সালে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআই এফএফ) এলিট অ্যাকাডেমি থেকে তাঁর পেশাদার কেঁরিয়ার শুরু। খুব অল্প বয়সেই নজর কাড়েন তিনি। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৭ এবং ২০১৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন। রক্ষণভাগের একজন সফরযোগ্য সৈনিক হিসেবে তখন থেকেই পরিচিতি তৈরি করেছিলেন আমে। মোহনবাগানে তাঁর বাগে দেওয়া মানে রক্ষণে অভিজ্ঞতার আরও এক স্তম্ভ যুক্ত হওয়া।

চেন্নাইয়ে স্পিনের ফাঁদে আটকাল আফগান স্বপ্ন, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে হার রশিদ বাহিনীর

গত টি-২০ বিশ্বকাপ জুড়ে ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়েছিল আফগানিস্তান। এককের পর এক শক্তিশালী দলকে হারিয়ে রশিদ খানদের সেই দুরন্ত যাত্রা থেমেছিল সেমিফাইনালে। টুফি না জিতলেও লড়াই, সাহস আর স্পিন আক্রমণের জোরে ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয় জয় করেছিল আফগান দল। অনেকেই ভেবেছিলেন, সেই রূপকথার পরের অধ্যায় আরও শক্তিশালী হবে। কিন্তু দু'বছর পর নতুন বিশ্বকাপের শুরুতেই বাস্তবের কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ল আফগান স্বপ্ন। চেন্নাইয়ের ঘূর্ণি পিচে নিজেদের শক্তিকেই অস্ত্র বানাতে চেষ্টেছিল তারা, কিন্তু প্রথম ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেল রশিদ খানরা। চেন্নাইয়ের উইকেট মানেই স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য-এমনটাই

প্রচলিত ধারণা। সেই বিশ্বাস থেকেই টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। পরিকল্পনা ছিল, শুরুতে সাবধানে ব্যাট করে মাঝের ওভারে রান বাড়ানো এবং পরে স্পিনারদের রান বাড়ানো। চারটে রেখে কিউয়ি়রের চাপে ফেলা। কিন্তু পরিকল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে যে কতটা ফারাক হতে পারে, তা পাওয়ার প্লেইটেই বুঝে ফেলি আফগানিস্তান। ইনিংসের শুরু থেকেই রান তুলতে ভীষণ বেগ পেতে হয় আফগান ওপেনারদের। নিউজিল্যান্ডের পেস ও সুইংয়ের সামনে একেবারেই ছ ঃদ খুঁজে পাননি ইব্রাহিম জাদরান। ১২ বল খেলে মাত্র ১০ রান করে পাওয়ার প্রের শেষ ওভারে ফিরে যান তিনি। অপর ওপেনার রহমানুল্লা গুরবাজ কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।

২৭ রানে আউট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাপ আরও বেড়ে যায় আফগান শিবিরে। দুই ওপেনার ক্রত ফিরে যাওয়ার পর ইনিংসের ভার এসে পড়ে তিন নম্বরে নামা গুলবদিন নাইবের কাঁধে। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারই কার্যত আফগান ব্যাটিংয়ের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠেন। শুরুতে সময় নিয়ে খেললেও পরে রানের গতি বাঁান তিনি। তিনটি বাউন্ডারি এবং চারটি বিশাল ছক্কা মাত্র ৩৫ বলে ৬৬ রান করে আফগান ইনিংসে প্রাণ ফেরান নাইবা। তাঁর ব্যাটিংয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনে হচ্ছিল, আফগানিস্তান বড় স্কোরের পথে হাঁটছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অন্য প্রাণ্ত স্পিনের শোণ ওভারে ফিরে যান ব্যাট। সদ্ব দিতে পারেননি। একের পর এক উইকেট পড়ে যাওয়ায় নাইবকেই বুঁকি নিতে হয়। আজমাতুল্লা

ওমরজাই এবং মহম্মদ নবির ছোট ছোট ক্যামিওতে ভর করেছে শেষ পর্যন্ত ১৮২ রানের লড়াই শেষে পৌঁছায় আফগানিস্তান। এই স্কোর খুব একটা ছোট নয়, বিশেষ করে চেন্নাইয়ের ময়ূর পিচে। কিন্তু ম্যাচের প্রেক্ষাপটে সেটাও যে যথেষ্ট নয়, তা পরে প্রমাণিত হয়। নিউজিল্যান্ডের বোলিংয়ে আলাদা করে নজর কানে মিলেলে স্যান্টনার। চেন্নাইয়ের উইকেটে যেন ঘরের মাঠের সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগান সিএসকে তারকা। যদিও উইকেট পাননি, কিন্তু তাঁর কৃপণ বোলিং আফগান ব্যাটারদের রান তোলায় গতি একেবারে বেঁধে দেয়। মাঝের ওভারগুলোতে স্যান্টনারের নিয়ন্ত্রিত ইনিংসেই ম্যাচের মো। ঘুরিয়ে দেয় বলে মনে করছেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। ১৮৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অবশ্য শুরুতেই

বড়ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ওভারে পরপর দুই বলে ফিন অ্যালেন এবং রাটান রবীন্দ্রকে ফিরিয়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান মুজিব উর রহমান। চেন্নাইয়ের দর্শকরাও তখন আফগান রূপকথার নতুন অধ্যায়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। চাপের মুহূর্তে দায়িত্ব নেন টিম সাইফার্ট এবং গ্লেন ফিলিপস। দু'জনেই পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং করেন। সাইফার্ট একদিকে ইনিংস গড়ে তুলেছেন, অন্যদিকে ফিলিপস নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রানের গতি বাড়িয়েছেন। যথাক্রমে ৬৫ এবং ৪২ রানের দুটি ইনিংসেই ম্যাচ পুরোপুরি ফিরে আসে কিউয়িরা। তাদের ৭৪ রানের জুটিই কার্যত ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়।





গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত মেনন। কর্তৃক সত্যজিৎ এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Alok Kumar Naskar & Printer by Chitya Debant on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajit Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com